হিল চাদিগাং '০৮
HILL CHADIGANG'08

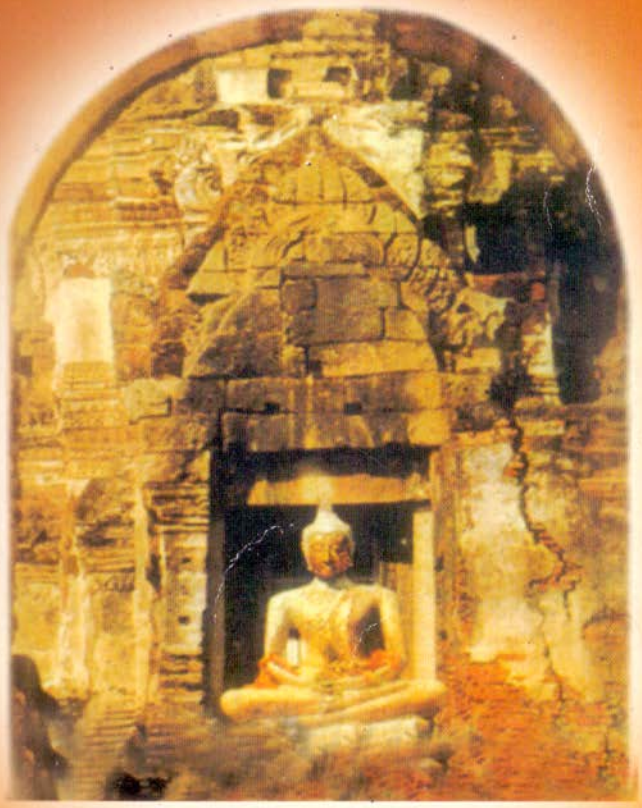

দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন পরিষদ

হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার

বন্দর, চট্টগ্রাম।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Abhijnanada Bhante

হলে প্রয়োজন মৈত্রী-করুনা-মুদিতা ও উপেক্ষার মত মহৎ গুণাবলী। বৌদ্ধ মতে তারাই আদর্শ জীবনে উন্নীত হয়। আর তার নাম হলো ব্রহ্মবিহার। আপনাদের সাধনা হোক ব্রহ্মবিহারে পৌছানো। আমি সমাজের ঐক্য কামনা করি। যে জাতি ঐক্যবদ্ধ সে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভবী। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি তাহলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারব না, বহু কিছু হতে বঞ্চিত হবে। ত্যাগও আত্মশুদ্ধির বাতাবরণ আজকের পূণ্যানুষ্ঠানে জাতি ও ঐক্য প্রগতির দিগন্ত প্রসারিত করুক।

পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ, সম্মানিত সুধী মন্ডলী,

নব প্রতিষ্ঠিত "হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার" ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি নাম, হিল অর্থ পাহাড় চাদিগাং অর্থ চট্টগ্রাম। এটি নামকরণের উদ্দেশ্য বিস্তৃত, তাই পার্বত্য বাসীর একটি আলোচিত নাম "হিল চাদিগাং", শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ বৌদ্ধদের আদি নিবাস "হিলচাদিগাং"। কর্ণফুলী নদীর তীরে বন্দর নগরী চাদিগাং হলে জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৌদ্ধরা এখানে এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। তাই এখানে নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকেই স্রোতের পানে গা ভেসে দিয়ে পর সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। না পারছে নিজস্ব সংস্কৃতি অস্থিত্ব রক্ষা করতে। তার জন্য প্রয়োজন মাতা-পিতা সঠিক তত্ত্বাবধান সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত বন্দনা ও ভবনায় আত্ম নিয়োগ করা। নচেৎ এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে, এক্ষেত্রে বিহারের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য্য। বৌদ্ধ বিহার সভ্য সমাজের শিক্ষা, ধর্ম ও জ্ঞাতি মিলনের ক্ষেত্র। পারস্পরিক সহমর্মিতা যোগাযোগের সেতুবন্ধন একে অপরের সাথে ঐক্য স্থাপন সহ ধর্মীয় সামাজিক সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে বৌদ্ধ বিহার আপামর বৌদ্ধ জনসাধারণের জন্য অবারিত। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে এই বিহারের ভূমি ক্রয়ের জন্য আজীবন সদস্যপদ গ্রহন করে, শ্রদ্ধাদান মাত্র ১০০০/- (একহাজার টাকা) দান দিয়ে এই মহৎ ও কল্যাণ উদ্যোগকে সফল ও স্বার্থক করার জন্য দানশীল ও বিত্তবান ব্যক্তিগণের দানে হবে সত্যিকার "হিল চাদিগাং" বৌদ্ধ বিহারের ভিত রচনা। সর্বত্র জনসাধারণের আর্থিক কায়ীক বাচনিক সু-পরামর্শ সহযোগীতা বিজ্ঞ মহলের সুবিবেচনা সহ জাগ্রত মনোভাব প্রত্যাশা করি। আমাদের উদিয়মান যুবক-যুবতীদের মধ্যে ধর্মীয় প্লাবন ঘটাতে হবে। সে জন্য ভিক্ষু সংঘ ও দায়ক সংঘের সমন্বিত প্রচেষ্ঠা প্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্মের সার তত্ত্ব তাদের সম্যক ভাবে অবগত করাতে হবে। বিন্দুর মধ্যে সিন্দুর অবস্থান নিয়ে বিশাল অন্য সম্প্রদায়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং বিশ্ব আধুনিকায়নে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হবে, নিরাশ হলে চলবেনা। তথাগত বুদ্ধের আদর্শ শিক্ষা শীল সমাধি প্রজ্ঞাকে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে যেতে পারলে, কোন পরাশক্তি আমাদেরকে পরাভুত করতে পারবে না।

মাননীয় ভিক্ষু সংঘ সম্মানীত সুধী সমাবেশ,

"হিল চাদিগাং বুড্ডিষ্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি"র উন্নয়ন সাধনে এসে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা হলেন শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি মহাথের মহোদয়ের দুই দিকপাল শিষ্য সংগঠক শ্রীমৎ রত্নপ্রিয় থের বি,এ,(সম্মান) এম,এ, এবং বর্তমান বিহার অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ সাধনা জ্যোতি থের, বি,এ, (সম্মান) এম,এ মহোদয়। সমাজ সদ্ধর্মের উন্নয়নে, এক অভূতপূর্ব বিহার প্রতিষ্ঠা সহ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও কর্মাদি সম্পাদনের মাধ্যমে "হিল চাদিগাং বুড্ডিষ্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি"র পক্ষ থেকে ভ্রমণ করে বৌদ্ধ জনসাধারণের হিতার্থে ধর্ম সুধা বিতরণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পরম পূজ্য ভিক্ষু সংঘ সম্মানিত সুধী সমাজ,

ইতিহাসের দিকে তাকালে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় ঢাকা সহ বিভিন্ন শহরের বৌদ্ধ বিহার গুলো প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ভাড়া বাসা থেকেই। সুতরাং মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি কর্মসূচী গঠন করা যায় তাতে সমাজের মঙ্গলই হবে বেশী। তাই "বিবাদ নয় সহায়তা, বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহন, মতবিরোধ নয় সমন্বয় ও শান্তি।"(ধর্মপদ) এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া।

"হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারের" শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকা ও কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন কমিটির সকল সদস্য সদস্যা বৃন্দাকে এই পূণ্যময় অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর স্বার্থক করার জন্য শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করেতে গিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য তাঁদেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। কঠিন কঠোর পথে চলার মধ্য দিয়ে জীবন বিরোধী ভাবনার সাথে মোকাবেলা হোক আমাদের প্রকৃত "বুদ্ধ বন্দনা"। আপনাদের সহযোগীতা আমাদেরকে শক্তি সাহস দিক। আপনারা প্রত্যেকেই গ্রহন করুন আমার মৈত্রী পূর্ণ আশীর্বাদ ও অভিনন্দন।

শ্রীমৎ নন্দপ্রিয় ভিক্ষু
সভাপতি,
হিল চাদিগাং বুড্ডিষ্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি
বন্দর, চট্টগ্রাম।

উদ্‌যাপন পরিষদের সম্পাদকের ভাষণ

করুণাময় গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় মহাউপাসিকা পূণ্যবতী বিশাখা কর্তৃক প্রবর্তিত দানোত্তম "কঠিন চীবর দান" প্রবারণা পূর্ণিমার পর হতে এক মাসের মধ্যে সম্পাদন করা হয়। এই দান ভিক্ষু সংঘের পঞ্চ আপত্তি নাশক ও পঞ্চ ফলপ্রদ। তাই আমরাও চট্টগ্রাম ফ্রি-পোর্ট এলাকার সল্টগোলা ক্রসিং আম্বিয়া ভবনস্থ হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারের দায়ক-দায়িকা তথা ফ্রি-পোর্ট এলাকার জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে ও সার্বিক সহযোগীতায় "রেশমী কমিউনিটি সেন্টার" প্রাঙ্গনে প্রথম বারের মত দানরাজ কঠিন চীবর দান সম্পাদন করতে যাচ্ছি। আজ এই মহতী পূণ্যানুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অথিতি, বিশেষ অথিতি বৃন্দ, ধর্মালোচক বৃন্দ, শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘ, অত্র ফ্রি-পোর্ট এলাকার তথা বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত স্বদ্ধর্ম প্রাণ দায়ক-দায়িকা বৃন্দ। আমি পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা ও স্বদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়ীকাদের জানাচ্ছি মৈত্রীময় শুভেচ্ছা।

স্বদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নর-নারী বৃন্দ,

"উঠ, জাগরিত হও, অপ্রমত্ত হয়ে কুশল কর্ম সম্পাদন কর"। বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানময় বিজ্ঞান সম্মত মানব ধর্ম । এই ধর্মে অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। তাই বুদ্ধ প্রত্যেককে ভেবে দেখার স্বাধীনতা দিয়েছেন। বলেছেন- "এহি পস্‌সসিকো" Come and see অর্থাৎ এসো দেখো। যাচাই কর, বিশ্লেষন কর। যদি যুক্তি সংগত মনে কর তাহলে গ্রহন কর, আচরণ কর, ধারণ কর। সন্দেহাতীত ভাবে গ্রহন করিও না, বাধ্যতা মূলক গ্রহন করিও না। অনিচ্ছাকৃত ভাবে গ্রহন করলে এতে কোন ফল হবে না, মঙ্গলও হবে না। তাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে স্বদ্ধর্মকে আচরণ করে যখন যে, যেভাবে পারি কুশল কর্ম সম্পাদন করা। আপনারা জানেন যে, হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারটি ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৮ ইং তারিখে আম্বিয়া ভবনে অস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিহারটি পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্র ফ্রি পোর্ট এলাকার তথা চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত সরকারী বেসরকারী শ্রদ্ধাবান দায়ক/দায়ীকা বিভিন্ন ভাবে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। বিহারটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী বিহার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের আপনাদের আরও দৃঢ়ভাবে সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন । বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে হোক বা অর্থনেতিক কারণে হোক আমরা তিন পার্বত্য জেলা থেকে চট্টগ্রাম সিইপিজেড ফ্রি-পোর্ট এলাকায় গড়ে তুলি পাহাড়ী মিলন কেন্দ্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মিলন কেন্দ্রে নেই কোন বৌদ্ধ বিহার। বৌদ্ধ বিহার না থাকায় আমাদের ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে না ধর্মীয় শিক্ষা, ধর্মীয় আদর্শ। আর আমরাও হারিয়ে ফেলতেছি নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি। কারণ অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়।

আমাদের স্বপ্ন একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু দশ পনের বছর অতিবাহিত হতে যাচ্ছে আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। তাই আমি ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে আহ্বান করছি সবাই সংগঠিত হয়ে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে, সকল প্রকার বিরোধ বিতর্ক ও হিংসা পরিত্যাগ করে হিল চাদিগাং বিহারটি স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। বিহার প্রতিষ্ঠা করার মহান পূণ্য ফলে যাতে ভবিষ্যতে মহাপূণ্যবান হয়ে অন্তিম জীবনে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারি। আজকে এই মহতী দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী ও অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘের মুল্যবান ধর্মদেশনা শ্রবণ করার সুযোগ হয়েছে, এই পূণ্যের ফলে আমাদের জীবন সুন্দর ও সুখকর হোক।

পরিশেষে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের ব্যপারে প্রথমে শ্রদ্ধেয় সাধনা জ্যোতি স্থবির মহোদয়কে শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, কারণ উনিই প্রথমে এ ব্যাপারে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। দ্বিতীয়ত যারা এ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে হয়তো কোথাও না কোথাও ভুল ভ্রান্তি হতে পারে তজ্জন্য কমিটির পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টি কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

সকল প্রাণী সুখী হোক।

অমীষ কান্তি দেওয়ান
(প্রস্তাবিত কার্ব্বারী)
সাধারণ সম্পাদক
উদযাপন পরিষদ ০৮ ইং

বৌদ্ধ বিহার ও প্রাসঙ্গিকতা

ড.জিনবোধি ভিক্ষু

খ্রিষ্ঠ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (খ্রিঃ পূঃ ৬২৫ অব্দ) বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় কালে ভারত বর্ষের সর্বত্র অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছে। বুদ্ধ সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের সূচনা লগ্ন থেকে এই বৌদ্ধ বিহারের গোড়াপত্তন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে যুগ যুগ ধরে "বিহার" একটি বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ। বুদ্ধোত্তর যুগে "বিহার" শব্দটি ছিল কিনা সঠিক তথ্য উদ্ভাবন করা না গেলেও বুদ্ধের সময় থেকে বিহার শব্দের উদ্ভব এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিহার বৌদ্ধ সাহিত্যে অতি পবিত্রতম স্থান গৃহত্যাগী বৌদ্ধ সন্যাসী/সন্যাসীনিদের তথা ভিক্ষু শ্রমনদের আবাসস্থল বিশেষত আধ্যাত্মিক ধ্যান, সাধনা, শিক্ষা দীক্ষা এবং প্রার্থনার প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত পরবর্তীকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতীকভাবে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়।

"বিহার" একটি পারিভাষিক শব্দ বুদ্ধোত্তর যুগে "বিহার" শব্দটি ছিল কিনা সঠিক তথ্য উদ্ভাবন করা না গেলেও বুদ্ধের সময়ে "বিহার" শব্দের উদ্ভব হয়েছিল এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিহরণ অর্থে "বিহার" শব্দটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে গৃহত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্যাসীদের বিচরণ ক্ষেত্র বা আবাসস্থল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি বৌদ্ধদের ব্রত পালনের পরিত্রতম স্থান হিসেবেও বিহারের গুরুত্ব অপরিসীম। ডঃ বিমলাচরন লাহার মতে বিহার, আরাম, সংঘারাম প্রভৃতি সমার্থক শব্দ হিসেবে গৃহত্যাগী সন্যাসীর আশ্রম, মঠ, বা নির্জন আরাম অথবা মন্দিরকে নির্দেশ করে (Early Indian Monasterics, Banglore, 1957. P-1) তিব্বতি ঐতিহ্যে বলা হয়েছে Gtsug lagjhan- অর্থ দেবতার মন্দির বা পীঠস্থান (A Monistery) গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী/সন্ন্যাসীনিদের আবাসস্থল (A Temple) (A Tibetan English Dictionary Wite Sanskrit Symonyms, By. S.C.Das (Rai) Calcutta, 1962, Govt. of West Bangal, P. 1002) সাধারণ অর্থে এবং বর্তমান তিব্বতীয় ঐতিহ্যানুসারে বলা যায়, "বিহার" হচ্ছে প্রার্থনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল ঘর এবং বৃহত্তম সমাবেশের স্থান। এই সমাবেশ কক্ষের দেয়াল গাত্রে ধর্মীয় চিন্তা চেতনার উদ্বুদ্ধ করার মত যথেষ্ঠ পরিমান রঙ্গিন ছবিও থাকবে। (A Tibetan English Dictionary, Ibid, P. 1002). আরো উল্লেখ্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কক্ষ সমেত সু-পরিচালিত সন্ন্যাসী/সন্ন্যাসিনী বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বা মঠ (Pali English Dictionary, Rhys Davids & Stede, Delhi, 1975. P.642) । পালি অনুশাসনিক গ্রন্থাবলীর মতে, বিহার

হলো অরণ্যবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু/ভিক্ষনীদের আশ্রয় বা বাসস্থান, পর্ণকুঠির, আবাসগৃহ, আশ্রয়স্থল ইত্যাদি যাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। (Binaya Pitakam-2. (Cullavagga), P.T.S London, 1977' P.P.207-08' (Anguttaro Nikayo-3 P.T.S –51299) মূলতঃ বিহার গৃহ ত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের জন্য নির্মিত স্থানকে বোঝায়। বিনয় পিটকে "আরাম" ও "বিহার" এই শব্দদ্বয়কে সমার্থক শব্দ বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধারণা অনুবর্তী হয়ে আই, বি, হর্ণার লিখেছেন- আরাম একটি উদ্যান নয়, এটা গৃহত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনী সংঘের আবাসগৃহ, বাসস্থান, ধর্মালোচনার স্থান বা বিহার (Book of the Discipline-(Tran of Binaya Pitakam, Vol-3. P-325(Foot Note)|

বুদ্ধ ও বুদ্ধোত্তর যুগে এমনকি বর্তমানেও বহু সংখ্যক ধনী ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠী, রাজা, মহারাজা, উদারপ্রাণ, মহৎ ব্যক্তি, গৃহত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের বসবাসের উদ্দেশ্যে নিজের বা ক্রয় করা স্থানে দালান নির্মাণ করে তা তারা আগত-অনাগত ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন। এই গুলিকে আরাম বা বিহার নামকরণ করা হয়। এ অর্থে আরাম, বিহার, মন্দির, সংঘারাম ইত্যাদি সমার্থক শব্দ বুঝায়।

রাজ কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব জ্ঞান প্রাপ্তির পর জগতে যখন বুদ্ধরূপে খ্যাত হয়েছিলেন। তখন মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর বেণুবন প্রমোদ উদ্যানে সর্ব প্রথম "বেণুবন বিহার" নামক বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম বৌদ্ধ বিহার ক্রমান্বয়ে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত "জেতবন বিহার" মহা-উপাসিকা বিশাখা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বিশাখারাম" বৈশালীর "অশোকারাম" পরবর্তীকালে "নালান্দা মহাবিহার" "তক্ষশীলা মহাবিহার" মহামতি অশোক, রাজা কণিষ্ক এবং পাল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশীলা মহাবিহার, ওদন্তপুরী মহাবিহার, সোমপুরী মহাবিহার, পণ্ডিত বিহার, এমনকি ভারত বাংলা উপমহাদেশে সর্বত্র অসংখ্য বিহার গড়ে উঠেছিল বর্তমানেও সেই ধারা অব্যাহত আছে ।

এই বিহার দানের পূণ্য অপ্রমেয় ফল রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একদা এক দেবতা দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে জেতবন বিহার উদ্ভাসিত করতঃ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন পূর্বক একপাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন-

কেসং দিবা চ রত্তো চ সদা পুঞ্ঞা পবড্ঢতি,
ধম্মট্ঠা সীল সম্পন্ন কে জনা মগ্গগামিনো ?

"হে ভগবান ইহজগতে দিবারাত কাদের পূণ্য অভিবৃদ্ধি হয়, ধার্মিক, শীলবান ও স্বর্গবাসী কে? দেবতার প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-

"আরাম রোপা মন রোপা যে জনা সেতু কারকা,
পপঞ্চ উদপানঞ্চ যে দদন্তি উপস্সযং।
তেসং দিবা চ রত্তো চ সদা পুঞ্ঞং পবড্ঢতি,
ধম্মট্ঠা সীল সম্পন্ন কে জনা মগ্গগামিনো'তি।

-যারা ফলফুলের বাগান করে স্বয়ং উৎপন্ন আরোপিত করে বনসহ আশ্রমাদি নির্মাণ করে সেতু নির্মাণ করে জল-ছত্র, কুপ-পুষ্করিনী ও পান্থশালা নির্মাণ করে দিন রাত তাদের পূণ্য বৃদ্ধি হতে থাকে। সেরূপ পূণ্যকর্মকারী ধার্মিক সদাচারী ব্যক্তিগণ দেহান্তে স্বর্গগামী হয়ে থাকে।

আজ আমি আনন্দিত এবং গর্বিত আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমৎ সাধন জ্যোতি ভিক্ষু বিগত ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৮ ইং থেকে দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর শ্রম দিয়ে দূরদৃষ্টির মাধ্যমে গড়ে তুলতে চলেছেন "হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার" এই পূণ্যময় প্রতিষ্ঠান একদিন বাস্তবে রূপ লাভ করলে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিনত হবে। শুধু তাই নয় সমগ্র পার্বত্যবাসী দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তদূপরি সরকারী বেসরকারী এবং সি,ই,পি,জেড এর কর্মরত অসংখ্য পার্বত্য ও সমতলবাসী বৌদ্ধরা ধর্মীয় ভাবাদর্শ লাভের মহান সুযোগ লাভ করবে। নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সভ্যতার পীঠ ভূমি হিসেবেও নিজেরা পরিচয় দেওয়ার গৌরব অর্জন করবে। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক দূর্মূল্যের বাজারে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এগিয়ে না আসলে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ গড়ে তোলা কঠিন। তাই সর্বস্তরের জনতাকে এই জাতীয় পবিত্র এবং কল্যাণমূখী পদক্ষেপকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। এ বিশ্ব সংসারে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রাণী হল পিপিলিকা শক্তি ও ক্ষমতা তেমন নেই বললেও চলে। কিন্তু পিপিলিকা চিনির বিশাল বস্তা বহন করে নিয়ে যেতে না পারলেও একত্রিত হয়ে যখন চিনির বস্তায় ঢুকে পড়ে তখন তারাই চিনির বস্তাকে খালি করে দিতে পারে। এ বাস্তব উক্তির সত্য বলে যদি মনে হয় ঐ অঞ্চলে কর্ম জীবের সংখ্যা যদি কম করেও এক হাজার হয়। তবে তারা যদি আন্তরিক নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে দৈনিক এক টাকা করে দিলে প্রতিদিন হাজার টাকা, প্রতিমাসে ত্রিশ হাজার টাকা এবং বার্ষিক তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা উন্নয়ন ফাণ্ডে জমা হয়। আর যদি পাঁচ হাজার উপাসক উপাসিকা বর্তমান থাকে তবে বাৎসরিক আটার লক্ষ টাকা ফাণ্ড হয়। প্রবাদ, "দশের লাঠি একের বোঝায়" আর যদি এক এক করে দশ জন হয় তাহলে লাঠি আর বোঝা না হয়ে সহায়ক হয়ে উঠে। বুদ্ধ "সংঘ" শব্দটি যদি ও সমষ্টি তথা ঐক্য হয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন তাতেও আমার মনে হয় একটা গূঢ় রহস্য এর ভেতরে আছে। সেটা হল পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি জানানো। সুখে যেমন আনন্দিত ও গর্ববোধ হয় তেমনি বিপর্যয়ের সময় সার্বিক সহযোগিতা, সুবুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে রক্ষা এবং এগিয়ে দেয়া ইত্যাদি। সংঘ সম্মিলিত হলে যেমন একটা

বিশাল শক্তি হয় তেমনি সম্মিলিত ভাবে সহায়তা করলে সমস্ত পরিকল্পনা ও যাবতীয় কার্যক্রম গতিশীল হয়। বুদ্ধ তাঁর সংঘ সদস্যদের দ্বারা সারা বিশ্বব্যাপী আজও পরিব্যাপ্ত এবং সদ্ধর্মের বাণী দেদীপ্যমান। তাঁর মূলে পরস্পরের মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ এবং স্ব-স্ব দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা। তজ্জন্য তাঁদের র্কমসূচীর বিশ্বব্যাপী। যেমন- রামকৃষ্ণ মিশন ও দালাইলামা, তাইওয়ানের মাষ্টার সিং উইন, জাপানে রিসোকোসীকাই, শ্রীলংকার এবং ভারতের মহাবোধি সোসাইটি অন্যতম। তারা শাসন সদ্ধর্মের পাশাপাশি মানব সেবার ক্ষেত্রে বিশেষঃ- স্কুল, কলেজ, চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রকাশনা সহ অনেক জন কল্যাণ কর কাজে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন তাদেরই পদাঙ্কর অনুসরণ করে অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা সফল হলে একদিন এই জাতীয় মানবসেবা ও জনহিতকর কার্যক্রমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা রাখি। তাদের উদ্যোগ সফল হোক সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

পালি সাহিত্যে ষড় তৈর্থিক ও তাঁদের ধর্মমত

অধ্যাপক- ডঃ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্যতিত বুদ্ধের সমসাময়িক যুগে অবৈদিক ছয়জন ধর্ম প্রবর্তকের নাম জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁরা তৎকালীন জনসাধারণের মাঝে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে তাঁদেরকে ষড় তীর্থিক বা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে- পুরণকস্‌সপ (পূর্ণ কাশ্যপ), মক্‌খলিগোসাল (মক্ষালী গোসাল) অজিতকেশকম্বলী (অজিত কেশ কম্বলী), পকুধ কাচ্চায়ন (প্রকুধ কাত্যায়ন), সঞ্জয় বেলট্‌ঠি পুত্ত (সঞ্জয় বেলট্‌ঠি পুত্র) এবং নিগণ্ঠ নাত পুত্ত (নিগ্রন্থ নাত পুত্র)। এখানে তাঁদের জীবনী ও ধর্মমত সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলো।

১) পুরণ কশ্যপ (খ্রীষ্ট পূর্ব ৬২৩ অব্দ)ঃ- পূরণ কশ্যপ ছয়জন তীর্থংকরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক আচার্য্য তাঁর বহুসংখ্যক অনুগামী ছিল এবং সারা দেশে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, তিনি ক্রীতদাস ছিলেন এবং ক্রীতদাস রূপে একশত জন্ম পূরণ করেছিলেন বলে তিনি পূরাণ কশ্যপ নামে অভিহিত হন। তিনি ছিলেন নগ্ন (অচেলক) সন্যাসী। কথিত আছে তাঁর গুরু তাঁকে দ্বারবানের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সেই কাজে বিরক্ত হয়ে বনে পলায়ন করলে সেখানে দস্যুগণ তাঁর বস্ত্রাদি কেড়ে নেয়। বিবস্ত্র অবস্থায় তিনি পার্শবর্তী গ্রামে প্রবেশ করেন এবং বলেন, "আমি সকল বিদ্যায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছি বিধায় লোকে আমাকে কাশ্যপ বলে।" গ্রামবাসী তাঁকে বস্ত্র প্রদান করলে তিনি বলেন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রপরিধান করতে হয়, পাপ হতে লজ্জা উৎপত্তি, আমি সকল প্রকার পাপ প্রবৃত্তির নির্মূল সাধন করেছি কাজেই আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নেই। তাঁর কথা শুনে জনগণ তাঁকে নানা প্রকারে পূজা করতে লাগল। ক্রমান্বয়ে তাঁর পাঁচশত শিষ্য হল এবং আট হাজার লোক তাঁর অনুসারী হয়েছিল।১

আচার্য্য বেনীমাধব বড়ুয়া এই সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, কশ্যপ নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন। পূরণ উপাধিটি এসেছে পূর্ণজ্ঞান হতে অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন বলেই পুরণ বা পূর্ণ নামে অভিহিত হয়েছিলেন।২ সামঞ্ঞফল সুত্তন্তানুযায়ী পূরণ কশ্যপ মগধরাজ অজাত শত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। অপর মতে, তিনি বুদ্ধের আভির্ভাবের ষোড়শ বর্ষে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী স্থানে জলে ডুবে আত্মহনন করেন।৩

পুরণ কস্‌সপ ছিলেন অক্রিয়াবাদী। তিনি ক্রিয়া বা কর্মের নিষ্ক্রিয়তা প্রচার করেছেন। বুদ্ধ ঘোষের বর্ণার্নতেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। জৈন সূত্র কৃতাঙ্গ-ও এ মতবাদকে অক্রিয়াবাদরূপে আখ্যাত করেছেন। শীলাংক এটাকে বলেছেন অকারকবাদ। তিনি

কস্‌সপের এ মতবাদকে সাংখ্য মতের সাথে অভিন্ন মনে করেছেন।[৪] কস্‌সপের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়, ভাল বা মন্দ কাজ আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। কোনো কর্মেরই ফল ভোগ করতে হয় না। দেহই কাজ করে মাত্র । প্রাণী হত্যা করলে বা করালে, চুরি, লুণ্ঠন, পীড়ন, ছেদন করলে বা করালে, ব্যভিচার করলে বা করালে, মিথ্যা বাক্য ভাষণ করালে বা করলে কোনো পাপও হয় না, পাপের আগমও হয় না। উপরন্ত দান, যজ্ঞ, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্য বাক্য বলায়ত কোনো পুণ্য হতে পারে না, পুণ্যের আগমনও হয় না।[৫] মানুষ ভাল কিংবা খারাপ যে কোন কাজই করুক না কেন আমরা এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কিত হয় না, কর্মের ফল ভোগ করে দেহ। এখানে আত্মা সম্পর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়। অনুরূপ 'আত্মার নিষ্ক্রিয়তা' ভারদ্বাজ ও নচিকেতার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায়। বুদ্ধ এ মতবাদ সমর্থন করেনি। তাঁর মতে, 'প্রত্যেকটি কার্যেরই উৎপত্তির কারণ নিহিত। কারণ ব্যতীত কার্য হতে পারে না। বুদ্ধের মতে, কস্‌সপের মতবাদ অধিচ্চসমুপ্‌পাদ (a hypothesis of fortuitous origin) অর্থাৎ, অস্থিত্বহীনতা থেকে অস্থিতের উৎপত্তি। অন্যত্র বুদ্ধ কস্‌সপের এমতবাদকে 'অহেতু-অপচ্চয়বাদ' অর্থাৎ 'a theory of non-causation' বলে অভিহিত করেছেন। পূরণ কস্‌সপ ছিলেন অক্রিয়াবাদের প্রচারক।

২) মক্‌খলি গোসাল (মস্করিন গোশাল- খ্রিঃ পূঃ ৬২৩)ঃ- মক্‌খলি গোসাল বুদ্ধের সমসাময়িক কালের ষড়তৈর্থিকদের অন্যতম আচার্য্য ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য মতে, তিনি গোশালায় এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহন করেছিলেন এজন্য তাঁর নাম রাখা হয় মক্ষলি গোশাল। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পরিচারক। একদিন তিনি একটি তৈলপাত্র (ঘৃতপাত্র) মস্তকে নিয়ে যাবার সময় পঙ্কময় স্থানে পদাস্খলন হয়ে পড়ে গিয়ে পাত্র ভেঙ্গে ফেলেন। এতে মনিবের ভয়ে ভীত হয়ে পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে নগ্ন হয়ে বনে পলায়ন করেন।[৬] ভগবতী'তে উল্লেখ আছে যে, তিনি শ্রাবস্তী নগরের নিকটবর্তী সরবনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা-মাতা নিম্নবংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মক্‌খলি এবং মাতা নাম ভদ্রা তাঁর পিতা ছবি প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কোনো এক বর্ষায় মক্‌খলি দম্পতি একটি গোশালায় আশ্রয় গ্রহন করেছিলেন এবং সেখানে মক্‌খলির স্ত্রী- ভদ্রা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এ সন্তানই পরবর্তীকালে মক্‌খলি গোশাল নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৭] জৈন ভগবর্তী পূত্র মতে গোশাল প্রথমে তীর্থংকর মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি মহাবীরের সান্নিধ্য- ত্যাগ করে নিজেই একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন যা 'আজীবিক' সম্প্রদায় নামে অভিহিত। গোসাল ২৪ বছর কাল সন্ন্যাস জীবনে ৬ বছর মহাবীরের সান্নিধ্যে ছিলেন। মহাবীরের ১৬ বছর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায়-গোসাল প্রথমে জৈনবাদী সাধু ছিলেন, পরে সম্প্রদায় থেকে বহিস্কৃত হন। এখানে তাঁকে এক ধর্মান্ধ, ঈর্ষাপরায়ণ অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লোক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৮] কিন্তু পিটক গ্রন্থে তাকে বুদ্ধ যুগের ছয়জন খ্যাতনামা আচার্য্যের মধ্যে অন্যতম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ডঃ বড়ুয়া মনে করেন যে, মক্খলি গোসাল সম্পর্কে উপরোক্ত সমালোচনা অতিশয়োক্তি হলেও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রাবস্তী এবং গোসাল একজন শাস্তা হিসেবে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। এছাড়াও রাজগৃহ, উদগুপূর, চম্পা, বারাণসী, আলবিয়া, বৈশালী প্রভৃতি স্থানেও আজীবক সম্প্রদায় বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ গয়া থেকে সারানাথে যাবার পথে উপক নামে এক আজীবিকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।[৯] এতে অনুমিত হয় যে, বুদ্ধের সময়ে কিংবা তারও পূর্ব হতে আজীবিক সম্প্রদায় ছিল। সম্রাট আশোকের পরেও যে আজীবিক সম্প্রদায় বর্তমান ছিল তা নাগার্জুন পর্ব্বতমালায় রাজা দশরথ কর্তৃক আজীবিকদিগকে তিনটি গুহা প্রদান করার মধ্যে প্রমাণীত হয়। ডঃ বড়ুয়া মনে করেন যে, সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে আজীবিকদের প্রভাব এবং তাঁদের স্থান নির্ণয় ব্যতীত সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না।[১০]

গোসালের দর্শন প্রসঙ্গে পিটকগ্রন্থ৯ বলা হয়েছে যে, প্রাণীগণের সংক্লেশ বা চিত্ত কালিন্যের কোনো হেতু বা প্রত্যয় নেই ; অহেতু বা অকারণবশত প্রাণীগণ সংক্লেশিত হয়। চিত্ত বিশুদ্ধিরও কোনো কারণ নেই,অহেতু ও অপ্রত্যয় বশত প্রাণীগত বিশুদ্ধ হয়। আত্নকৃত কর্মের কোনো ফল নেই, পরকৃতে পুরুষাকারেও কোনো ফল নেই। বল, বীর্য, দৃঢ়তা, পরাক্রম, পুরষাকার নেই অর্থাৎ কাজে লাগে না। সকল সত্ত্বা,জীব, প্রাণী, জড় সকলেই বল-বীর্য ব্যতীতই নিয়তি, সঙ্গতি ও স্বভাবে তারা নানা ভাবে গতি লাভ করে এবং ছয় জন্মের সুখ-দুঃখ ভোগ করে। প্রধান প্রধান যোনি সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত। পাঁচশত কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত পাঁচ প্রকার কর্ম, কায় ও বাক্য ত্রিবিদ কর্ম রয়েছে। বাষট্টি অন্তরকল্প, ছয় প্রকার অভিজাতি, আট পুরুষ ভূমি, উনপঞ্চাশত জীবিকা, উক্ত পরিমাণ পরিব্রাজক ও নাগাচাস, দুই হাজার ইন্দ্রিয়, তিন হাজার নিরর, ছত্রিশ রজঃধাতু, সাত সংজ্ঞীগর্ভ, সাত অচেতন গর্ভ, সাত নিগণ্ঠী গর্ভ, সাতদেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাতসর, সাত মহাগ্রন্থি, সাত ক্ষুদ্রগ্রন্থি, সাত মহাপ্রপাত, সাত ক্ষুদ্র প্রপাত, সাত মহাস্বপ্ন, সাত ক্ষুদ্রস্বপ্ন, চুরাশি লক্ষ মহাকল্প আছে, যা পন্ডিত মুর্খ্য সকলেই পুনঃ পুনঃ যোনি নানাভাবে পরিভ্রমন করে দুঃখের অন্ত সাধন করবে। শীল, তপ, কিংবা ব্রক্ষচর্য দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের পক্কতা সাধন কিংবা পরিপক্ককর্ম ভোগ করে এর অন্ত সাধন সম্ভব নয়। সুখ ও দুঃখ নির্দিষ্ট মাপে পরিমিত। সুতোর পিন্ড পড়ে গেলে যেমন ঘুরতে ঘুরতে খোলে তেমনি জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেই সংসারে ঘুরতে ঘুরতে পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট সময়ে দুঃখের অন্ত সাধন করবে। মক্খলি গোসালের এ মতানুযায়ী দেখা যায়, তিনি ছিলেন

সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী বা ভাগ্যবাদ। এতদসত্ত্বেও গোসলের ধর্মমত অনেকে গ্রহন করেছিল। বিভিন্ন প্রাচীন তথ্য থেকে অবহিত হওয়া যায়।

৩) অজিত কেসকম্বলী(খ্রি,পূ,৬২৩ অব্দ)ঃ- প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে অজিত কেশকম্বলী সর্ম্পকে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। তিনি ছিলেন বুদ্ধের অগ্রজ সমসাময়িক একটি ধর্মীয় অনুশাসনের পরিচালক ও একটি দার্শনিক পদ্বতির প্রতিষ্ঠাতা।[১১] বৌদ্ধ সাহিত্যে জানা যায়, অজিত কেসকম্বলী এবং তাঁর অনুসারী শিষ্যবর্গ কেশদ্বারা তৈরি পোশাক পরিধান কিংবা কেশের কম্বল সবসময় বহন করতেন। একারণে তিনি কেসকম্বলী নামে অবিহিত হন।[১২] রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের মতে, তিনি মনুষ্যকেশ নির্মিত কম্বল দ্বারা রৈক্কর গো-শটকের মতো নিজেকে আবৃত রাখতেন।[১৩] অজিতের জীবনী সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় না। অজিত কেসকম্বলীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা ধর্মমতের বিষয় জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। এগুলো মধ্যে দীর্ঘ নিকায়ের সামঞ্ঞফল সুত্তে-কে সবার্ধিক প্রমাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে পন্ডিতগণ মনে করেন।[১৪] অজিত ছিলেন জড়বাদী। তিনি কোন কর্ম ফল বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে দানের ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল বা বিপাক নেই, ইহলোক-পরলোক নেই, মাতা-পিতার প্রতি ভাল-মন্দ ব্যবহারের কোন ফল ভোগ করতে হয় না। সত্য লোকে পৌঁছে যাওয়ার এমন কোন সত্যারুঢ় শ্রামণ-ব্রাহ্মণ নেই, যিনি স্বয়ং ইহলোক-পরলোক জ্ঞাত হয়ে মানুষকে বোঝাতে পারেন। মানুষের দেহ চারিমহাভূতের সমষ্টি। মৃত্যুর পর দেহস্থ পৃথিবী ধাতু পৃথিবীতে, তাপধাতু অগ্নিতে, জলধাতু জলেতে, বায়ুধাতু বায়ুতে লীন হয়ে যায়, আর ইন্দ্রিয় সমূহ আকাশে গমন করে। মৃত দেহ শবাধারে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। চিতায় অগ্নি সংযোগ পর্যন্ত তার অস্থিত্ব দৃষ্টি গোচর হয় মাত্র, অতঃপর অস্থিসমূহ ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ও ধুসরবর্ণ হয়ে আসে, পরিশেষে চিতাভস্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। দান ও দানের ফল নেই। যারা বলে দানের ফল আছে, তাদের বাক্য মিথ্যা প্রলাপ মাত্র। মৃত্যুর পর জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এখানে দেখা যায় যে অজিত কেসকম্বলী পরলোক কিংবা জন্মান্তর স্বীকার করতেন না। যেহেতু মৃত্যুর পর মানুষের সকল কিছুর সমাপ্তি ঘটে, ভাল মন্দ কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না; মৃত্যুর পর সকল কিছুর অবসান ঘটে। অবশ্য রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন মনে করেন যে, "তিনি মাতা-পিতা এবং ইহলোককে মানতেন না, একথা ভূল।" যদি তাই হতো তবে তাঁর দেয়া শিক্ষার জন্য তৎকালীন সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত একজন আচার্য্য নয়; লুন্ঠনকারী এবং তস্করের আচার্য হিসেবেই পরিগণিত হতেন।[১৫] সামঞ্ঞফল সুত্তে অজিতের মতকে উচ্ছেদবাস নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৪) পকুধ কাচ্চায়ন (প্রকুধ বা ককুধ কাত্যায়ন- খ্রি.পূ. ৬২৩) ঃ- পকুধ কাচ্চায়ন বুদ্ধের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ধর্মপ্রচারক ছিলেন। পকুধ বা ককুধ উপাধিটি কুগর্বিত অঙ্গের প্রতি

ইঙ্গিত বহন করে। কাচ্চায়নের গলদেশে একটি কূঁজ ছিল। ডঃ বড়ুয়ার মতে, এ নামটি তাঁকে তাঁর সমসাময়িক হতে স্বতন্দ্র করেছে। কাচ্চায়ন ব্রাহ্মণ বংশীর সন্তান ছিলেন। বুদ্ধঘোষ বলেছেন যে, তিনি ঠান্ডা জল পরিহার করে চলতেন এবং সম্ভব হলে গরম জল ব্যবহার করতেন। প্রশ্নোপনিষদে কাচ্চায়নকে 'কবন্ধিন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ তাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি কুব্জ (hump) ছিল।১৬ পকুধ কচ্চায়নের মতে, জগতের যাবতীয় পদার্থ শাশ্বত অব্যয়, পর্বত চুড়ার ন্যায় স্থির ও দৃঢ়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে- ১৭ কাচ্চায়নের মতে, দেহে সপ্ত- কায়ের সমষ্টি। এ সপ্তকার যথাক্রমে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং জীব বা আত্মা। এই সপ্তকায় অকৃত, অনির্মিত, অনির্সাপীত, বন্ধ্যা, কুটস্থ এসিকসদৃশ স্থির। এগুলো পরস্পর এমনভাবে পৃথক যে, তাদের একটির অপরটিতে পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব। এরা পরস্পরের বাধাঁর সৃষ্টি করে না, পরস্পরের সুখ-দুঃখের হেতুও নয়। এখানে কেউ হন্তা নেই, হনন করারও কেউ নেই। শ্রোতাও নেই, বক্তাও নেই, বিজ্ঞাতাও নেই, বিজ্ঞাপন কর্তাও নেই,অস্ত্র দ্বারা শিরচ্ছেদ করলেও কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে না। ঐ সপ্তকায়ের অন্তরে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র।

কাচ্চায়নের 'সুখ' ও 'দুঃখ'শব্দ দুটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ বেনীমাধব বড়ুয়া বলেছেন যে, মহিদাস ও বরুন ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা ঠিক তাই বলতে চেয়েছেন। এতে অনুমান করা যায় যে, কাচ্চায়নও তাঁর পূর্বসুরীদের মতো সত্তার উপাদানের পারস্পরিক সম্বন্ধের সাথে খাদ্য ও খাদ্যকর সাথে সম্বন্ধ নিরুপন করেছিলেন। কাচ্চায়নের এ মতবাদকে শাশ্বতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ডঃ এন. দত্ত মন্তব্য করেছেন, "It is a form of atomism without any poprullel. It has been of criticised by Buddha as a kind of eternalism (Sassatavâda)and grouped with Ajit's teacling of annihitationism (ucchedavâda). i.c. everything ends with death." 18

৫) নিগণ্ঠ নাতপুত্ত(বা মহাবীর-খ্রি.পূ.৫৬৯-৪৮৫)ঃ- জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নিগণ্ঠ নাতপুত্র বা বর্ধমান মহাবীর ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক ষড়তৈর্থিকদের অন্যতম। তিনি বুদ্ধের জন্মের কয়েক বছর পূর্বে প্রাচীন বজ্জি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীতে (বর্তমান বসরা পাটনার ২৩ মাইল উত্তরে) লিচ্ছবিরদের একটি শাখা জ্ঞাতৃবংশে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা সিদ্ধার্থ গণসংস্থার একজন সদস্য ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম যশোদা এবং তার একটি কন্যা সন্তান ছিল। পিতা মাতার মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। বার বছর সাধনার পর তিনি সর্বজ্ঞাতা প্রাপ্ত হন । জ্ঞান লাভের পর ৪২বছর তিনি মধ্যদেশের (যুক্ত প্রদেশ) ও বিহারে ধর্ম প্রচার করেন। ৮৪ বছর বয়সে তিনি পাবায় দেহত্যাগ করেন।১৯ জৈনগণ তাঁকে মহাবীর এবং বৌদ্ধগণ নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র) বলে। অন্যত্র মহাবীর ৩৫ বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০ কথিত আছে বিম্বিসারপুত্র রাজকুমার অভয় জৈনধর্মের একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন। 'কল্পসূত্র' হতে অবহিত হওয়ার যায় যে মহাবীর গৃহত্যাগ করার পর প্রথম ১২ বছর শিক্ষা গ্রহন

দ্বিতীয় বছরই তিনি নগ্ন সন্ন্যাসী হন। ভগবতী সূত্র মতে তিনি দ্বিতীয় বছরে মক্‌খলি পুত্র গোসালকে নালান্দায় শিষ্য হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। ছয় বছর তাঁরা একত্রে অবস্থান করেছিলেন এবং এর পর তাঁদের মধ্যে মতনৈক্যের সৃষ্টি হওয়ার পরস্পর পৃথক হন। ড. বেনীমাধব বড়ুয়ার অনুমান সন্ন্যাস জীবনে দ্বিতীয় বছরে মহাবীর পাশ্বনাথের ধর্মীয় সংস্থা পরিত্যাগ করে মক্‌খলি গোসালের সম্প্রদায়ের যোগদান করেন। ছয় বছর পর তাঁদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে তিনি গোসালের সঙ্গ ত্যাগ করে একটি নিজস্ব সম্প্রদায় গঠন করেন।২১ মহাবীরের প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল ছিল রাজগৃহ, চম্পা, বৈশালী ও পাবা। তাঁর দেহত্যাগের পর জৈন সম্প্রদায় প্রাধান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে একটি দিগম্বর ও অন্যটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়। মহাবীরের দর্শন হচ্ছে কর্মবাদ। শারীরিক কর্মের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। তিনি কঠোর সংযমে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রহ্মজাল সূত্রে তাঁকে সর্ব প্রকার জল ব্যবহারে সংযত, সর্বপাপে সংযত সর্বপাপ বিধৌত এবং সর্বপাপ দূরীকরণে লগ্নচিত্ত২২ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁর মতে প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের জন্য দায়ী এবং সৎ কর্মের সুফল এবং অসৎ কর্মের কুফল তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের সৃষ্টিকর্তা এবং ভোক্তা। এজন্য তিনি সর্বপ্রকার সংযমের কথা বলেছেন। কৃচ্ছ্র সাধনের উপর জৈনধর্ম অধিকতর জোর দিয়েছে। অহিংসাকে ও জৈনধর্মে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহাবীর নবতত্ব মতবাদের কথা বলেছেন। এগুলো যথাক্রমে- (১) আত্ন(জীব), (২) অনাস্তা (অজীব), (৩) পাপ, (৪) পূর্ন্য, (৫)আস্রব, (৬) সংবর(আত্নসংযম), (৭) বন্ধ, (৮) নির্জরা(আত্মার কর্মনাশ), এবং (৯) মোক্ষ।

মধ্যম নিকায়ে দীর্ঘ তপস্বী নামে জনৈক মহাবীরের অনুসারী বুদ্ধের সাথে কথোপকথনে অবতীর্ণ হয়ে কায়কর্মকে বাক ও মনোকর্মের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বলে অভিহিত করেছেন।২২ এতে বোঝা যায় যে জৈনধর্ম দেহ প্রধান ধর্ম। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম মনোপ্রধান। জৈনগন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের বিশ্বাস, প্রতিটি জীবই নিজ প্রচেষ্টায় নিজেদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারে। জৈনদের মতে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান পাঁচ প্রকারঃ-যথা মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল। ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্যে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে মতি বলে। শাস্ত্রবা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি থেকে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা হল শ্রুত। সাধনা ও অতীন্দ্রিয় শক্তিপ্রভাবে যে সুক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে বলে অবধি। যখন কোন ব্যক্তি সরাসরি অপরের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তার জ্ঞানকে মনঃ পর্যায় বলা হয়। আর কর্মবন্ধন মুক্ত সিদ্ধপুরুষগণ সর্বজ্ঞাতহেতু সকল কিছুর সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেন, এই জ্ঞানকে বলা হয় কেবল জ্ঞান। ২৩ মহাবীরের মূল শিক্ষা হচ্ছে তপস্যা ও সংযম। কৃচ্ছ্র তপস্যা আর সংযমের মাধ্যমেই আসক্তি দূরীভূত হয়, কর্মপ্রভাবে থেকে আত্মা মুক্ত হয় এবং তখনই জীবের মোক্ষলাভ ঘটে। কর্মশক্তির প্রভাবে ঘুচে যাওয়াতে কর্মের বাধা বিদূরীত হয়। আত্মা দর্শন, অনন্ত

জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়। এরই নাম জীবের মোক্ষাবস্থা।

৬) সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত (খ্রি,পূ, ৬২৩) ঃ- সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত বুদ্ধের সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ তীর্থঙ্কর ছিলেন। বেলাস্থি নাবি দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয় বলে তিনি বেলট্ঠিপুত্ত নামে খ্যাত হন। পালি মহাবগ্গে বলা হয়েছে, বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান প্রথমে সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তর শিষ্যত্ব গ্রহন করেছিলেন। বেলট্ঠিপুত্ত পরিব্রাজক ছিলেন এবং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন। দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সুত্তের বর্ণনা মতে, সঞ্জয় ছিলেন বিক্ষেপবাদী বা অনেকান্ত বাদী। পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণের মতে, সঞ্জয় ছিলো মহাবীরের মতো অনেকান্তবাদী। পার্থক্য শুধু এটুকু যে মহাবীর 'হ্যাঁ' এর ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন এবং সঞ্জয় 'না'-এর ওপর।২৪ সঞ্জয় রাজা অজাতশত্রুকে বলেছিলেন,"যদি আপনি প্রশ্ন করেন পরলোক আছে? তবে আমি এমন বলি না, অন্যরকম ও বলি না। 'নেই' 'আছে' তবে বলি না, জোর দিয়ে ও বলি না যে 'আছে' অনুরুপভাবে দেবতা সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে তথাগত মৃত্যুর বিদ্যমান থাকে? সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর থাকে?-এ সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি পূর্বোক্ত ভাবে দিয়ে থাকেন। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ মনে করেন, সঞ্জয়ের দর্শনের আসল অভিপ্রায় ছিল মানুষের সহজ বুদ্ধিকে এমন এক ভ্রমের মধ্যে নিক্ষেপ করা যাতে তারা নিশ্চিত ভাবে কিছু না বুঝে পরোক্ষ ভ্রান্ত ধারনাকেই পুষ্ট করে। ২৫ ড. এন.দত্ত মন্তব্য করেছেন এভাবে, "Sanjaya Belatthiputta did not give out any definite views about the ultimates. He is generally descrifed as an agnostic. (aõnanavâdin) a sceptic unwilliag to give any definite answer to the ultimate problem, which were, according to him, were indetermin able,a view not incompatible with Buddha's declaration that the problem : Whether the soul is ideutical with body or not, whether an emancipated being exists after death or not, and so forth are also indeterminable (avyâkate) and should be left side.২৬ সঞ্জয়কে কেউ অজ্ঞানবাদী, আবার কেউ আমরা বিক্ষেপবাদী হিসেবে অবিহিত করেছেন। 'সূত্রকৃতাঙ্গ' এ অজ্ঞানীবাদীদের অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ বাদীরা যেন এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখায়, কিন্তু কেউ সঠিক পথের সন্ধান পায় না। ড. বেনীমাধব বড়ুয়া মনে করেন যে, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত একজন ভীরু (intellectual coward) ছিলেন। তিনি মানুষের চিরন্তন গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের মীমাংসা কৌশল এড়িয়ে যেতেন এবং তার নিজস্ব অবস্থা সম্বন্ধে দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করতেন, যারফলে জ্ঞানানুশীনের পথ রুদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। ড.বড়ুয়ার মতে জৈন ও বৌদ্ধরা সঞ্জয়ের মতবাদ যতটা বিভ্রান্তিকর বলে উপস্থাপিত করেছেন বস্তুত ততটা বিভ্রান্তিকর নয়।২৭ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ দ্ব্যর্থবোধক, প্রথমত মানব মনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা স্থগিত রেখে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর নেই, দ্বিতীয়ত তিনি ব্যর্থ অনুসন্ধান হতে দার্শনিকদের দৃষ্টি অপসারণ করে চরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন।

বুদ্ধ এবং মহাবীর ও এমন কিছু প্রশ্নের মীমাংসা স্থগিত রেখেছেন সেগুলো কোনভাবেই মানুষের কল্যাণে আসে না এবং এগুলো অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

উপরোক্ত ছয়জন ধর্ম প্রবক্তা ব্যতীত পালিসাহিত্যে আরো কয়েকজন আচার্যের নাম দৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে বাভরী, সেল, বাসেট্ঠ, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।এছাড়া ব্রক্ষজাল সুত্তে বুদ্ধের সমসাময়িক কালে প্রচলিত ৬২ প্রকার মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলো তৎকালীন দার্শনিক সমাজে প্রচলিত ছিল। এগুলো প্রধানত আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-(১) সস্সতবাদ-৪ প্রকার, (২) একচ্চসস্সতবাদ-৪ প্রকার, (৩) অন্তানন্তিকবাদ-৪ প্রকার,(৪) অমরাবি ক্খেপিকবাদ-৪ প্রকার, (৫) অধিচ্চসমুপ্পন্নিকাবাদ-২ প্রকার, (৬) উদ্ধমাঘতিনিকাবাদ-৩২ প্রকার, (৭) উচ্চেদবাদ- ৭ প্রকার, (৮) দিট্ঠধম্মনিব্বানবাদ-৫ প্রকার।

উপরোক্ত বাষট্টি প্রকার মতবাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ষড়তৈর্থিকদের মতবাদের সাথে কোন কোনটির মিল রয়েছে। বুদ্ধ এ সকল মতবাদের একটি ও গ্রহন করেননি। তাঁর মতে, এসব মতের কোনটিই মুক্তি লাভের সহায়ক নয়।

---

১. মহাস্থবীর ধর্মরত্ন, মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, চট্টগ্রাম, ১৯৪১, পৃঃ ২৩১।
২. Barua, (D.R.) B.M. History of Pre-Buddhist Indian Philosophy, P. –177.
৩. 3. G bid
৪. ৪.রায়(ড.) অঞ্জলি ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণী মাধব, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনি, ফলকাতা, ১৪০০,পৃ.৫৬।
৫. মহাস্থবির ধর্মরত্ন, দীর্ঘ নিকায়, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৬২, পৃ.৪৪
৬. হালদার, মনিকুন্তলা, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা-পৃঃ ১৩-১৪।
৭. রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩।
৮. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল; দর্শন দিগদর্শন (অনু-ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৮ পৃঃ ৭৬।
৯. মহাস্থবির ধর্মরত্ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫; সাংস্কৃত্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ; ৭৬-৭৭।
১০. রায়, প্রাগুক্ত,পৃঃ নং ৬৯।
১১. রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮
১২. Barua . B.M.bids.287, ১৩. প্রাগুক্ত,পৃ,৭৫, ১৪. রায় প্রাগুক্ত, পৃ,৫৮
১৫. সাংস্কৃত্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ:৭৫, ১৬. হালদার, প্রাগুক্ত,পৃ:১৬
১৭. মহাস্থবির ধর্মরত্ন, প্রাগুক্ত,পৃ:৪৭
১৮. Eearly Monastic Buddhism, Firma KLM. Put Ltd. Cal 1981. P-35
১৯. সাংস্কৃত্যায়ন প্রাগুক্ত, পৃ,৮০
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকল চন্দ্র, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৯ পৃ,৮
২১. রায় প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪-৭৫
২২. মহাস্থবির, ধর্মরত্ন,প্রাগু, পৃ,৪৮
২৩. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু,ভারতীয় দর্শন (১ম খন্ড), ব্যানার্জী পাবলিশাস, কলকাতা ২০০১,পৃ,-৬৪
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৮, ২৫, প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৯, ২৬ প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৩, ২৭, রায় প্রাগুক্ত, পৃ, ৭২

চাক্‌মা বৌদ্ধদের বিবাহ প্রথা (মেলা)

ভিক্ষু সাধনা জ্যোতি

চাক্‌মা বৌদ্ধদের বিবাহ ব্যবস্থা বা প্রথা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। অতীতে এদের জীবিকা নির্বাহ ছিল জুম চাষের উপর। তাই তারা অধিকাংশ প্রকৃতি নির্ভর। এ জন্য এদের বিবাহ ব্যবস্থাও ছিল প্রকৃতি নির্ভর। যদিও তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তখনকার সময় তাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের ভাবধারা অজানা ছিল। তাই তারা সে সময় মিথ্যা দৃষ্টিজালে আবদ্ধ ছিল। তারা বিয়ের দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার জন্য শুকর, মুরগী বলি দিত। মুরগির মাথা, পা ও সিদ্ধ ডিম দিয়ে বর-কনের ভাগ্য নির্ধারণ করা হতো ইত্যাদি। বিংশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ও নিত্য নতুন সংস্কৃতি চর্চার এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের ফলে প্রাচীন লোকাচারের কিছুটা শিথিলতা লক্ষ্য করা গেলেও একেবারে বিলোপ হয়নি। এখনো সাধারণ মানুষ প্রাচীন রীতি-নীতি অনুসরণ করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য বর্তমানে চাকমা বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান সমূহের পুরোনো রীতি-নীতির সাথে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। চাকমারা বিবাহ অনুষ্ঠানকে "মেলা" বলে থাকে। চাকমা বৌদ্ধদের বিয়ের একটি ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

চাকমা বৌদ্ধরাও বড়ুয়া বৌদ্ধদের মত ভিক্ষুদের বর্ষাবাস (আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা) জন্ম দিন, জন্মমাস, পৌষ, চৈত্র মাসে বিয়ে অনুষ্ঠান করে না। বর্তমানে এসব খুবই কম মানা হচ্ছে। স্ববংশীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে যেমন- মাসী, পিসী, পিসতুত, মাসতুত জেঠাতুত ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হয় না। চাকমা বৌদ্ধদের মধ্যে বিধবা প্রচলন রয়েছে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ঃ

বড়ুয়া বৌদ্ধদের মতো চাকমা বৌদ্ধদের পাত্রী নির্বাচনে সাধারণত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ঘটকের (উকিলের) সাহায্য নেওয়া হয়। অবশ্য বর্তমানে ঘটকের সাহায্য আর দরকার হয় না। চাকমাদের মধ্যে পাত্র- পাত্রী নির্বাচনে বংশ, গোষ্ঠী, কোলিণ্য ইত্যাদি বিচার করা হয়। এসব বিচারে উভয় পক্ষ সম্মত হলে প্রথমে ঘরোয়াভাবে প্রস্তাব পাঠানো হয়। তারপর পাত্রী ঠিক করার জন্য কন্যার বাড়ীতে অন্তত তিনবার আসা-যাওয়া করতে হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তৃতীয়বারে (তিনপুরে) উভয় সমাজের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে বিবাহের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এর আগে অবশ্যই কন্যা পক্ষ থেকে দাভা উত্থাপন করা হয়। চাকমা সমাজে কন্যা পনকে দাভা বা উবোর খজ্জি বলা হয়। বর্তমানে এসব বিধান নেই বললেই চলে। এছাড়াও বস্ত্রালংকার দাবী করা হয়। পাত্র

পক্ষ সামর্থ্য অনুসারে এসব বস্ত্রালংকার দিতে বাধ্য হয়।

বিবাহের প্রস্তুতি ঃ

বিয়ের দিন তারিখ নির্দিষ্ট হলে বর-কনে উভয় পক্ষ উভয়ের আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয় । বিয়ের কয়েকদিন পূর্ব থেকে বর- কনের গৃহে মহিলারা দলবেঁধে নানা কাজে সহযোগিতা করে থাকে। উভয় পক্ষ আপ্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে শুরু করে। চারিদিক থেকে আত্নীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে বিয়ের বাড়ী হয়ে উঠে এক আনন্দ মূখর মূহুর্ত।

বরযাত্রী আগমন (বউহজ্জা) ঃ

বিয়ের অনুষ্ঠানের দিনে শুভক্ষণে বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়ীতে রওনা হয়। কিন্তু বর যাত্রীদের সঙ্গে বর যাওয়ার বিধান নেই। বর যাত্রীর দল কনের বাড়ীতে পৌঁছলে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সবাইকে আনীত বস্ত্রালংকার প্রদর্শন করার পর কনে সাজাতে হয়। কনের পিতার বাড়ীতে বরযাত্রীদের ও আত্মীয় স্বজনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্যই বরযাত্রীদেরকে গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। বরযাত্রী সহ আত্নীয় স্বজনকে এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে খাবার পরিবেশন বরা হয়। তারপর এক ব্যক্তি (শাবলা) একটি থালায় কিছু তুলা ও চাউল মুরুব্বিদের সামনে নিয়ে আসে। মুরুব্বিরা থালা হতে সামান্য তুলা ও চাউল হাতে নিয়ে তাতে থুথু ছিটানোর শব্দ করে কনের মাথায় ছিটায়। এরূপে আশীর্বাদ পর্ব শেষ হলে বর যাত্রীদের হাতে কনেকে তুলে দেওয়া হয়। বরযাত্রীদল সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কনেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বরযাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বয়স্ক মহিলা (বউধরনী) কনেকে সযত্নে ধরে পথ দেখিয়ে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসে। বরের বাড়ীতে বিয়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

কনে যাত্রী আগমন (বউ বাড়েদেয়া) ঃ

বরযাত্রীর সঙ্গে অবশ্যই কনে যাত্রীদের যেতে হয়। এখানে একটি সামাজিক নিয়ম আছে যে, বর যাত্রীর দ্বিগুন কনে যাত্রী যেতে হয়। এদিকে বরের বাড়ীতে ঐ দিন দু'টি জল ভর্তি মঙ্গল কলসি বাড়ীর সদর দরজায় কলসির ঘাঁড়ে সাতনালী সাদা সুতা দিয়ে যুক্ত করা হয়। অস্থায়ীভাবে ঘরের সদর দরজায় দু'টি কলাগাছ রোপন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ভাবে বাড়ী সাজ-সজ্জা করা হয়্। বর যাত্রীরা কনে নিয়ে বরের বাড়ীর উঠানে সন্ধ্যা সময় পৌঁছলে বরের ভাবী কিম্বা বোন সম্পর্কীয় কনেকে জড়িয়ে ধরে দরজায় রাখা কলসির সুতানালী ছিঁড়ে দেওয়া হয় এবং কনের বাম হাতের কনিষ্ট আঙ্গুলে সাদা সুতা দিয়ে বেঁধে সূতার অপর প্রান্তে বরের মা হাতে ধরে সাধু বাদের সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করে বধু বরন

করে। কনেকে নির্দিষ্ট কামরায় বসানোর পর সামাজিক স্বীকৃতি প্রধান স্বরূপ শুভলগ্নে একটি আসনে বরের বাম পাশে কনেকে বসিয়ে এক ব্যক্তি (শাবলা) উচ্চ স্বরে উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞাসা করে (জদন বানি দিবার উঘুম আগে না নেই)অর্থাৎ জোড়া বেধেঁ দেওয়ার হুকুম আছে কি নেই? উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এক বাক্য(আঘে আঘে) অর্থাৎ আছে আছে বলে স্বীকৃতি জানালে শাবলা লোকটি সঙ্গে সঙ্গে একটি গামছা দিয়ে বর ও কনের কোমরে বেঁধে দিয়ে বরের বাম হাত কনের বাম কাঁধে এবং কনের ডান হাত বরের ডান কাঁধে তুলে দিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে দেয়। তখন কিছু ডিম মাখা ভাত বরের বাম হাতে আর কনের ডান হাতে তুলে দিয়ে একে অপরকে খাইয়ে দেয়। তারপর আবার সমাজের অনুমতি নিয়ে বর কনের বাঁধন খুলে দেয়া হয়। এভাবে এদিনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এর পরের দিন বরের বাড়ীতে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গকে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার পরিবেশন করা হয়।

চুমুলাংপূজা ঃ

বিয়ের দিন বিশেষ এক ধরনের "চুমুলাং" পূজা আয়োজন করা হয়। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে এ সমস্ত পূজার প্রচলন নেই বললে চলে। এখন প্রায়ই বৌদ্ধ ধর্মের রীতি-নীতি অনুসারে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। চুমুলাং পূজায় পৌরহিত্য করে এক বিশেষ ব্যক্তি (ওঝা)। পুজায় কমপক্ষে তিনটি মুরগি ও একটি শুকর বলি দিতে হয়। ঘরের এক কোণে বিবিধ উপকরণ দিয়ে চুমুলাং পূজা সাজানো হয়। এতে কলা পাতার আগা বিছিয়ে চাউল, ধান কেজি পরিমাণ দিয়ে শুকর ও মুরগি দু'টি বলি দেওয়া হয়। তারপর মদ সহযোগে দেবতার উদেশ্য অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এরপর বর-কনে উভয়ে এসে নব দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি আশায় দেবতার উদেশ্যে প্রণাম জানায়। এরূপে পুজার কাজ সম্পন্ন হয়।

চুমুলাং পূজা শেযে বলি দেয়া মুরগির মাথা, পা, ও একটি ডিম আলাদা ভাবে সিদ্ধ করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর (ওঝা) উক্ত অংশ গুলো উপস্থিত মুরব্বিদের সামনে বর-কনের শুভাশুভ নির্ণয় করতে বসে। মুরগির মুখ গহব্বরের নিচের অংশ থেকে একটি ঠোট আকৃতির অংশ বের করা হয়।যার অগ্রভাগ সাধারণত কোঁকড়ানো থাকে। ওঝা সেটি বার বার টেনে টেনে সোজা করে ঘুরে ফিরে পরীক্ষা করে দেখে। মুরগির পা দুটির আঙ্গুল গুলোর ব্যবধান কতটুকু পরীক্ষা করে দেখে। সিদ্ধ করা ডিমের গাঁয়ে দাগ পড়েছে কিনা? ডিম স্বাভাবিক ভাবে জমাট বেধেঁছে কিনা? ইত্যাদি ভাবে ওঝা পরীক্ষা করে দেখে । এভাবে বর কনের ভবিষ্যত শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। চুমুলাং পূজায় দেওয়া ধান, চাল গুলো পূজা শেষে পরিমাপ করে দেখা হয়। যদি ওজনে আগের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কনেকে লক্ষী হিসেবে গণ্য করা হয়।

চুমুলং পূজার পরবর্তী ঃ

বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ খাওয়া-দাওয়ার পর একে একে পায়ে ধরে প্রণাম করে আর্শীবাদ গ্রহন করা হয় । উপস্থিত মুরব্বিরা একে একে কুলায় রক্ষিত তুলা ও চাউল হাতে নিয়ে তাতে থুথু ছিটানোর শব্দ করে বর-কনের মাথায় আর্শীবাদ করে । এর পর কনে যাত্রীদের বিদায় দেওয়ার পালা। কনে যাত্রীদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে কনের বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কনের পিতা তাদের সুন্দর ভাবে খাবার পরিবেশন করে বিদায় দেয়।

বিয়ের পরের দিন ঃ

বিয়ের পরের দিন নতুন বধূ ও বর কন্যার বাপের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। এরা সন্ধ্যার সময় কন্যার বাপের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। চাকমা ভাষায় এটিকে "নয়াবউ-নয়াজামাই" বেড়ানো বলা হয়। নতুন জামাই যখন শাশুড় বাড়ীতে উপস্থিত হয় তখন তার শালিকা বা শ্যালক সর্ম্পকীয় যে কোন একজন এসে জড়িয়ে ধরে বাড়ীতে তুলে নেয় । নতুন বর ও তার সহপাঠিদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা হয়। তার পরের দিন বিকাল বেলা বরের বাড়ীতে রওনা হয়। এভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

ধর্মীয় রীতি-নীতি ঃ

বিয়ে দিনের আগে স্থানীয় বিহারের ভিক্ষুকে সূত্র পাঠের জন্য ফাং বা নিমন্ত্রণ করতে হয়। মঙ্গলময় বুদ্ধ বাণী পাঠ করার জন্য বিহারের ভিক্ষুরা বিয়ের রাতে উপস্থিত হন। বিয়ের মন্ডপ বা বাসর ঘরকে সাদা সুতো দিয়ে বেষ্টন করা হয়। সুতোর একাংশ ভিক্ষুদের হাতে থাকে। পঞ্চশীল গ্রহনের পর পরিত্রান প্রার্থনা করা হয়। ভিক্ষুরা দেবতা আমন্ত্রণের মাধ্যমে মঙ্গল সূত্র পাঠ করেন। সূত্র শেষে বুদ্ধের মঙ্গলময় গাথা আবৃতি করে তিনবার মঙ্গলঘট হতে পাতার ঝোপ নিয়ে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং সুতোর অংশ বিশেষ বর ও কনের হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। এভাবে মঙ্গল সূত্র পাঠ অনুষ্ঠান শেষ হয়। (বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ইতিহাসে ধর্ম ও সংস্কৃতি-২২৮ পৃ)

বিয়ের আসরে মন্ত্র পাঠ ঃ

বরের পিতৃগৃহের উঠানে একটি বিয়ের আসর নানা রঙের কাগজের ও প্রাকৃতিক ফুল দিয়ে সাজানো হয়। উঠানের বর ও কনের পক্ষের অতিথির বৃন্দের জন্য বিছানা পাঠানো হয়। যথা সময়ে কন্যা পক্ষকে আহবান করে সজ্জিত বিছানায় বসানো হয়। একদিকে বর পক্ষের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট থাকে। তাদেরকে চা নাস্তা পরিবেশন করা হয়। তারপর বর-কনেকে উঠানে সজ্জিত আসনে আনা হয়। বর-কনের মাথায় শেয়ারা বা মুকুট পড়িয়ে দেওয়া হয়। আসরে বর ও কনের পক্ষের নতুন পাটি ও বেডসিট বিছিয়ে তার উপর বালিশ দুটি জোড় করে দেওয়া হয়। সাধারণত কনের গায়ে থাকে মনোরম বেনারসী শাড়ী আর বর পড়ে ধুতি পাঞ্জাবী গলার উপর থাকে উত্তরীয়।

বর কনে উভয়ে পাশা পাশি দাঁড় করানো হয়। বর-কনের দু পাশে থাকে তাদের ভগ্নিপতি কিংবা বৌদি। আর তাদের সামনে থাকে বরণকুলা এবং বিয়ের দু'টি মঙ্গলঘট। তারপর কনের পক্ষের একজন প্রাজ্ঞ ও প্রবীন ব্যক্তি মন্ত্রদাতা নিয়োজিত হয়। তিনি যথারীতি হাত মুখ ধুয়ে উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিয়ে বর-কনকে কিছু হিতোপদেশ দেয়। অতঃপর বিয়ের মন্ত্র পাঠ করেন। বিয়ের মন্ত্র পাঠ শেষ হলে বর-কনেকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ীর ভিতরে গৃহদেবতা, বুড়া-বুড়ি ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করতে হয়। বিয়ের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বর-কনেকে উপোস থাকতে হয়। এদিকে কনে পক্ষও বিয়ে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার গ্রহণ করে না । (বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি-২২৯ পৃঃ)

পরিশেষে বলা যায় যে, চাকমা বৌদ্ধরা বংশগত বৌদ্ধ বা জন্মগত বৌদ্ধ হলে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিকুলতায় সদ্ধর্ম আচরণ হতে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মের রীতি নীতি হারিয়ে ফেলে। এর একটি প্রধান কারন হল তখনকার সময়ে ধর্মীয় গুরুর অভাব ছিল। বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ও নিত্য নতুন সংস্কৃতির চর্চা এবং বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে জ্ঞানীবান সৎ গুরুর সংস্পর্শে এসে অপসংস্কৃতির কিছুতা শিথিলতা করে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে। তবু ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করেনি সেখানে পুরানো রীতি-নীতি অনুসারে বিবাহ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

দুর্লভ মানব জন্ম ও দৃষ্টি ভঙ্গি

- প্রীতিময় চাকমা

আজ ১৭ই অক্টোবর ০৮ রোজ শুক্রবার সি,ই,পি,জেড এলাকায় হিলচাদিগাং বুড্ডিষ্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার কর্তৃক আয়োজিত প্রথম বারের মত দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসবের দিনে, পুত্র বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা! মুখ বন্ধ রাখা পাত্রের পানিতে কয়েকটি ছোট ছোট পোকা এলো কোথা থেকে ? উত্তরে বাবা বলে এ সৃষ্টির রহস্য কেউ আবিস্কার করতে পারেনি। বর্তমান বিজ্ঞান আমাদেরকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মুহুর্তের মধ্যে মোবাইলের মাধ্যমে বার্তা, মেইলের মাধ্যমে চিঠি, ওয়েভ সাইডের মাধ্যমে পৃথিবীর খ্যাতনামা ব্যক্তি, মানব সম্পদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অগণিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের ছবি সম্বলিত তথ্য ঘরে বসে দেখা সম্ভব। এক কথায় বলা যায় বিজ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছে এক চমকপ্রদ জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু এ সৃষ্টির রহস্য আজো বিজ্ঞান ও দিতে পারেনি। বিজ্ঞান অনুমান করেছে মাত্র আলো বাতাস পানির সমন্বয়ে প্রাণীর উৎপত্তি। আদিম যুগের কথা বর্তমান মানুষ না দেখলেও সবাই জানে বাঁচার তাগিদে খাদ্য আহরণের পদ্ধতি, ঝড়, বৃষ্টি, তুফানের ফলে গাছে গাছে ঘর্ষনের কারণে আগুনের উৎপত্তি। । হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে জীবণ রক্ষার্থে বাসস্থান, লজ্জা নিবারনে গাছের ডাল-পালা ইত্যাদি প্রয়োজনের কথা। এভাবে ধীরে ধীরে সভ্যতার বিকাশ ঘটে যেমন-চীন সভ্যতা, ব্যাবিলনের সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, উল্লেখ যোগ্য। বাঁচার জন্য মানুষের যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন তেমনি সুন্দর জীবন বাসস্থানের জন্য প্রয়োজন ধর্মের। ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে চালিত করে। এভাবে বিগত ২৫৫১ বছর আগে শুরু হয় সম্যক সম্বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের শাসনামল। তিনি গৃহিদের জন্য পঞ্চনীতি, শ্রমণদের জন্য দশনীতি, ভিক্ষুদের জন্য ২২৭ টি নীতি প্রচার করেন। ধর্মের মূল ভিত্তি দান, শীল, ভাবনা এ তিন স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। দান করার যে অভ্যাস করবে সে চুরি থেকে বিরত থাকবে, যে শীল পালনের অভ্যাস করবে সে হত্যা, হিংসা, মিথ্যাবাক্য, কটুবাক্য, সম্প্রলাপবাক্য, মিথ্যা ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকবে। যে ভাবনা করবে সে, অপরের প্রতি দয়াশীল, শিশুর মত কোমল মনের অধীকারী হয়ে রাগ, দ্বেষ, মোহের উর্ধে থাকবে। যেখানে সমাজ প্রতিষ্ঠিত সেখানে ধর্মের ইধংরপ (মূল) নীতিগুলি শিক্ষা গ্রহন করা, পালনের অভ্যাস করা, পাশাপাশি প্রতিবেশীকে একই পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। ধর্মের কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে নিরুৎসাহিত না করে উৎসাহ দেওয়া একজন সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দায়িত্বশীল সমাজ সংস্কারকের কাজ। কাজেই প্রয়োজন যেখানে চরমে সেখানে আর ১৯/২০ বছর অপেক্ষা দরকার বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহন করে অত্র এলাকায় প্রায় বিশ হাজার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রাণের

দাবীকে পূরন করে একটি স্থায়ী বিহার নিজস্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা খুবই প্রয়োজন। সমাজ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমাজে গুণী ব্যক্তি (ভন্তে) সংখ্যা বাড়ানো। সংখ্যা যত বাড়বে তত সমাজের মঙ্গল। যদি কোন গুণী ব্যক্তি মনে করে যে, নিজের সমাজের মধ্যে অপর গুণী ব্যক্তির জন্ম হওয়াটা অস্বাভাবিক তাহলে তাঁর গুনের মাপকাঠি নিজেই করা দরকার ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালতে বিচার করা উচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালতের নাম হচ্ছে নিজের বিবেক। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণের জন্য প্রিন্টিং মিডিয়া বা গণসংযোগের প্রয়োজন হয় না। দরকার বাস্তব মুখী ও উদার পন্থি হওয়ার পৃথিবীর যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই পরিবর্তনশীল। যেমন পূর্ব পুরুষরা যাযাবর ভাবে জুম চাষ করতো বর্তমানে যাযাবর কি প্রয়োজন মেটাতে পারবে ? ধর্মকেও সেই যাযাবর অবস্থায় রাখা উচিত হবেনা। পরিবর্তন ছাড়া নিজের বয়সকে কি ধরে রাখতে পারবো ? সেটা যেমনি সম্ভব নয় তেমনি পরিবর্তনশীল সৃষ্টিকে তার স্বতন্ত্র গতিতে চলতে সবাই একাত্বতা ঘোষনা করাই হবে একজন সচেতন দায়িত্বশীল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ রক্ষকের কাজ। আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে (পূর্বজন্ম সহ) একে অপরের আত্মীয় প্রতিবেশী ও একই ধর্মের ছায়াতলে শায়াম্বিত। কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একই সমাজে বাস করা মানে কোন জন্মের ধর্মীয় কর্মের হেতু। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত দু:টি থাকে। একটি (ইতিবাচক) আর একটি (নেটিবাচক) দৃষ্টি ভঙ্গি। এর লোকেরা সমস্যার ভিতরে সম্ভাবনা খুঁজে । কারণ সমস্যার ভিতরে সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। তাই দৃষ্ট ভঙ্গিতে দেখলে কোন সমস্যাকে সমস্যা বলে মনে না হয়ে সম্ভাবনা মনে হবে। অত্র এলাকায় সাধারণ মানুষের তৃষ্ণার্থের মত প্রাণের আকাঙ্খা এখানে (ইপিজেড এলাকায়) নিজস্ব ভূমিতে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। আমরা যদি একে অপরের বন্ধু ভাবি তাহলে হাতে হাত মিলিয়ে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভবের কাজ নয়। আমরা যদি সবাই আজ হতে প্রতিজ্ঞা করি প্রতিদিন সামর্থানুসারে ১(এক) হতে ৫(পাঁচ) টাকা বিহার নির্মাণার্থে প্রতিরুমে একটি প্লাস্টিকের/মাটির ব্যাংক জমা করে মাস শেষে দায়িত্বশীল হয়ে বিহারের একাউন্টে জমা করি তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামের বুকে অত্র সি,ই,পি,জেড এলাকায় নিজস্ব ভূমিতে একটি স্থায়ী বিহার "হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার" মাথা উচুঁ করে দাড়াঁবে। প্রতিদিন এই ১টি টাকা আপনাকে উপহার দিতে পারে একটি স্থায়ী বিহার। কারণ কথায় আছে-

ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তুলে মহাদেশ সাগরের অতল।

তাই উক্ত মহৎ কাজটি করে দূলর্ভ মানব জীবন সাথর্ক করুন। নিচে একটি দূলর্ভ মানব জন্মের গাথা প্রদত্ত হল।

"দূলর্ভ মানব জন্ম, অমূল্য রতন;
মোহ জালে মগ্ন হয়ে ভূলনা কখন।
কোথায় যে কতভাবে জনম নিয়াছ,
জন্ম-মৃত্যুর শোক-তাপ কত যে সইয়েছ।
পড়িয়া সংসার চক্রে ঘুর বার বার,
উপায় না কর কেন পাহিতে উদ্ধার।
উঠহে আলস্য ছাড় হও জাগরন
অপ্রমত্ত হয়ে কর ধর্মের আচরণ।
জীবন সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসবে,
মোহ অন্ধকারে তখন কত নাহি পাবে,
সময় থাকিতে কর পথেরি সন্ধান,
দুঃখ রাশি হইতে তুমি পাও যেন ত্রাণ।
অবিদ্যা তৃষ্ণা দুই দুঃখের কারণ
বিদর্শনে কর তার মূল উৎপাটন।
এই দিন হারাইলে অবহেলা করি
শোচনা করিবে শেষে জন্ম-জন্মান্ত ধরি।

প্রতি বছর শুভ দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব অব্যাহত থাকুক এবং বিহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক। প্রতিটি প্রাণী শত্রু, মিত্র, দেখা-অদেখা যত প্রাণী আছে সবাই সুখে থাকুক তথাগতের কাছে আমার প্রার্থনা।

হিল চাদিগাং বুড্ডিষ্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি,
বন্দর, চট্টগ্রাম
(বিহার পরিচালনা কার্যকরী কমিটি)

সভাপতি		শ্রীমৎ নন্দ প্রিয় থের
সহ সভাপতি		বাবু সুবিমল চাকমা
সাধারণ সম্পাদক		শ্রীমৎ সাধনা জ্যোতি থের
সহ সাধারণ সম্পাদক		বাবু অমিষ কান্তি দেওয়ান
অর্থ সম্পাদক		বাবু জুয়েল চাকমা
সহ-অর্থ সম্পাদক		বাবু জিকো খীসা
সাংগঠনিক সম্পাদক		বাবু প্রীতিময় চাকমা
প্রচার ও প্রাকাশনা সম্পাদক		শ্রীমৎ বিদর্শন ভিক্ষু
ধর্মীয় সম্পাদক		বাবু বিনয় দর্শী চাকমা।
সাধারণ সদস্য		বাবু সাধন চাকমা।
সাধারণ সদস্য	ঃ	বাবু হিরণময় চাকমা
সাধারণ সদস্য	ঃ	মিসেস পারুল চাকমা।

হিল চাদিগাং বুড্ডিষ্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির মহিলা কমিটিঃ
বন্দর, চট্টগ্রাম।

১। সভানেত্রী		মিসেস মনিষা চাকমা।
২। সহ-সভানেত্রী		মিনাক্ষী দেওয়ান
৩। সহ-সভানেত্রী		মিস দৈববাণী চাকমা।
৪। সম্পাদিকা		মিস তন্দ্রা চাকমা।
৫। সহ-সম্পাদিকা		মিস সায়েন্তি চাকমা।
৬। সহ-সম্পাদিকা		মিসেস সুপ্রভা চাকমা।
৭। সাংগঠনিক সম্পাদিকা		মিসেস লিনা চাকমা।
৮। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদিকা		মিস লাকী চাকমা।
৯। সদস্যা		মিস উত্তরা চাকমা
১০। সদস্যা		মিস উৎপলা চাকমা।
১১। সদস্যা		মিস রূপালী চাকমা।
১২। সদস্যা		মিস প্রিয়তা দেওয়ান।
১৩। সদস্যা		মিস সুপর্ণা চাকমা।
১৪। সদস্যা		মিস মিতালী চাকমা।
১৫। সদস্যা		মিস সুদীপ্তা চাকমা।
১৬। সদস্যা	ঃ	মিস রূপালী চাকমা (২)
১৭। সদস্যা		মিস পেন্সি চাকমা।
১৮। সদস্যা	ঃ	মিস দীপ্তা চাকমা।
১৯। সদস্যা	ঃ	মিস সুজাতা চাকমা।
২০। সদস্যা		মিস বিশাখা চাকমা।
২১। সদস্যা		মিস চিন্তি চাকমা।

হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার

বন্দর,চট্টগ্রাম।

দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব-২০০৮ ইং উদযাপন কমিটি

প্রধান পৃষ্টপোষক ঃ শ্রীমৎ সাধনা জ্যোতি ভিক্ষু
অধ্যক্ষ, হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার ও
সাধারণ সম্পাদক, হিলচাদিগাং বুড্ডিষ্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি।

পৃষ্টপোষক ঃ শ্রীমৎ নন্দপ্রিয় থের (হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার
বাবু নীহার রঞ্জন বড়ুয়া (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
বাবু বিনোদ বিহারী চাকমা (রহমান বিল্ডিং, সীম্যান হোষ্টেল)
বাবু হেমল দেওয়ান, (উপকর কমিশনার, আগ্রাবাদ)
মিসেস সুপ্রভা চাকমা, (রহমান বিল্ডিং, সীম্যান হোষ্টেল)
বাবু মিলন চাকমা (দায়রা পাড়া, আগ্রাবাদ)
বাবু কৃষ্ণ বাহন চাকমা (সি,এম,পি,ডাম পাড়া পুলিশ লাইন)
বাবু মিটন চাকমা, (হাসনাত ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
বাবু শান্তিময় চাকমা (হাজীমিয়া বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা)
বাবু অনুস্মৃতি চাকমা (আক্তার ভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ রোড)
বাবু রূপায়ন চাকমা (নারিকেল তলা, পতেঙ্গা)
বাবু চির শান্তি চাকমা (খাঁন সুফিয়া ম্যানসন, নিউমুড়িং)
বাবু দীপন চাকমা, (নারিকেল তলা, পতেঙ্গা)
বাবু সুবিমল চাকমা (রহমান বিল্ডিং, সীম্যান হোষ্টেল)
মিসেস মনিষা চাকমা (সোলেমান বিল্ডং, ব্যারিষ্টার কলেজ)

সভাপতি পরিষদ

সভাপতি ঃ শ্রীমৎ নন্দপ্রিয় থের (হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার)
সহ-সভাপতি ঃ বাবু সুবিমল চাকমা (রহমান বিল্ডিং, সীম্যান হোষ্টেল)
" " ঃ বাবু রিপেন চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
" ঃ বাবু ননী জীবন চাকমা (হিলি মাল্টিপারপাস কো-অ-সোসাইটি)
" ঃ মিসেস পারুল চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিসেস মনিষা চাকমা (সোলেমান বিল্ডং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
" ঃ মিসেস পপি চাকমা (স্বপ্ন ভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ)
" ঃ বাবু মিলন চাকমা (দায়রা পাড়া, উত্তর আগ্রাবাদ)
" ঃ বাবু সাধন চাকমা (টি,এন,ও অফিস, রাঙ্গুনীয়া)
" ঃ বাবু কৃষ্ণ বাহন চাকমা (সি,এম,পি,ডাম পাড়া পুলিশ লাইন)

সম্পাদক পরিষদ

সম্পাদক ঃ বাবু অমিষ দেওয়ান (হাজিমিয়া বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা)
সহ-সম্পাদক ঃ বাবু প্রীতি ময় চাকমা (নারিকেল তলা)
" " ঃ বাবু দীপন চাকমা (নারিকেল তলা)
ঃ মিসেস লিনা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস্ দৈব চাকমা (সান্‌কো হোষ্টেল, বন্দর টিলা)
ঃ মিসেস উচ্চাসী মা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ মিসেস মেমোরী মা (রহমান বিল্ডিং, সীম্যান হোষ্টেল)
ঃ বাবু বকুল চাকমা (মাইসপাড়া, ২নং মাইলের মাথা)
ঃ বাবু তন্টু বিকাশ চাকমা (চট্টগ্রাম হিলি মাল্টিপারপাস)
ঃ বাবু শান্তিময় চাকমা (হাজীমিয়া বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা)

সাংগঠনিক সম্পাদক পরিষদ

সম্পাদক ঃ বাবু খোকন চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
সহ-সম্পাদক ঃ বাবু সুরত্তম চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
" " ঃ বাবু দীপন চাকমা (বুলবুল হাউস, ২নং মাইলের মাথা)
ঃ বাবু উত্তরন চাকমা (নারিকেল তলা)
" ঃ বাবু পূর্ন ধন চাকমা (জাহিদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু জ্ঞান জ্যোতি চাকমা (হামদু মিয়া বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
" ঃ মিস্ তন্দ্রা চাকমা (সান্‌কো হোষ্টেল, বন্দর টিলা)
ঃ বাবু সুনীতি রঞ্জন চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস রিমিতা চাকমা (মান্নান বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস জ্যোতিকা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং
ঃ মিস লক্ষী প্রভা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পরিষদ

সম্পাদক ঃ বাবু অনুস্মৃতি চাকমা (আক্তার ভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ)
সহ-সম্পাদক ঃ বাবু চিত্র সেন চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
" " ঃ বাবু রিপন চাকমা (জাহিদ বিল্ডিং ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু বাবুল চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন ,সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু দিপন চাকমা (বুল বুল হাউস ২নং মাইলের মাথা)
" ঃ বাবু শান্তি লাল চাকমা (মহাজন ঘাটা)
ঃ বাবু রায়ন চাকমা (মেহের ভবন, ব্যারিষ্টার কলেজ)

ধর্মীয় সম্পাদক পরিষদ

সম্পাদক ঃ শ্রীমৎ বিদর্শন ভিক্ষু (হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার, সল্ট গোলা ক্রসিং)
সহ-সম্পাদক ঃ বাবু জ্যোতি বিকাশ চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
" " ঃ বাবু দেব রতন চাকমা (হামদু মিয়া বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু রিপেন্দু চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু আলো ময় চাকমা (জাহেদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু অমর ধন চাকমা (আবু তালেব বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস্ চিত্তি চাকমা (সেলিম ভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস্ ববিতা চাকমা (সেলিম ভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ)

অর্থ সম্পাদক পরিষদ

সম্পাদক ঃ বাবু জুয়েল চাকমা (১নং নেভী গেইট)
সহ-সম্পাদক ঃ বাবু জিকো খীসা (নারিকেল তলা)
" " ঃ বাবু রিয়েল চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু প্রিয় ময় চাকমা (মান্নান বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ বাবু ধন মুনি চাকমা (মান্নান বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ বাবু মিটন চাকমা (হাসনাত ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)

সাজ-সজ্জা সম্পাদক পরিষদ

সম্পাদক ঃ বাবু চির শান্তি চাকমা (খাঁন সুফিয়া ম্যানসন, নিউমুড়িং)
সহ-সম্পাদক ঃ বাবু জয় দেব চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
" " ঃ বাবু জুয়েল চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু রিটন চাকমা (কাস্টম হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু শ্যামল চাকমা (সেলিম ভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু কল্যান জ্যোতি চাকমা (মিজান ভবন, ২নং মাইল মাথা)
ঃ বাবু সতীশ চাকমা (হামদু মিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ বাবু স্বপন চাকমা (হামদু মিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ বাবু নিটন চাকমা (হামদু মিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ বাবু উত্তম চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু অতুল চাকমা (আবু তালেব বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু সবিমল চাকমা (তালুকদার বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ বাবু রনি চাকমা (ফেন্সি হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু সুজিত চাকমা, (ফেন্সি হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)

সাংস্কৃতিক সম্পাদক পরিষদ

সম্পাদক ঃ মিস উত্তরা চাকমা (মুসা বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
সহ-সম্পাদক ঃ মিস লাকী চাকমা (তামান্না বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
" " ঃ মিস দীপ্তা চাকমা (তামান্না বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ বাবু রুপায়ন চাকমা (মিজান ভবন, ২নং মাইলের মাথা)
ঃ মিস মৈত্রী চাকমা, (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ মিস মিতি চাকমা, (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)

স্বেচ্চাসেবক পরিষদ

স্বেচ্চাসেবক প্রধান ঃ বাবু শান্তি দত্ত চাকমা (হান্নান বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
স্বেচ্চাসেবক ঃ বাবু কিরন চাকমা (জাহেদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
" ঃ বাবু সুনীতি চাকমা (নারিকেল তলা)
ঃ বাবু আলোকময় চাকমা (মিজান ভবন, ২নং মাইল মাথা)
ঃ বাবু শুভংকর চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু তনয় চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু কৃষ্ণ চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু হরেন্দু চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু অনুপম চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু রিপন চাকমা (জাহেদ বিল্ডিং,ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু সমিরণ চাকমা (জাহেদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু বিনোদ বিহারী চাকমা (রহমান বিল্ডিং, সীম্যান হোস্টেল)
ঃ বাবু উদয়ন চাকমা (আম্বিয়া ভবন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু উজ্জীবন চাকমা (সেলিম বিল্ডিং, ব্যারিষ্টা কলেজ)
ঃ বাবু প্রিয়ময় চাকমা (মান্নান বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু বিনয়দর্শী চাকমা (মান্নান বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু জয় চাকমা (নাইট ভবন, ব্যারিষ্টা কলেজ)
ঃ বাবু দিপু চাকমা (ফেন্সী হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু জীবন চাকমা (আম্বিয়া ভবন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু শ্যামল বিকাশ চাকমা (আবছার বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু মিটু চাকমা (ফেন্সী হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু দর্পন চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু নিতাশ দেওয়ান (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু অমর চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং)

স্বেচ্ছাসেবক ঃ বাবু সুনীল চাকমা (আম্বিয়া ভবন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
" ঃ বাবু সোহাগ চাকমা (হাসান ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু তাসেল চাকমা (হাসান ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু রিন্টু চাকমা (হাসান ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু কৃপা চাকমা (হাসান ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু জসিম চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু জ্ঞান জ্যোতি চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু সুভাস চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু অপেল চাকমা (হাসান ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু সুজন চাকমা (সিরাজ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু রিপন চাকমা (২) (সিরাজ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু মিন্টু চাকমা (সোলেমান বিল্ডিং,নিউমুরিং)
ঃ বাবু চিকন চাকমা ফেন্সি হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু বলরাম চাকমা (সোলেমান বিল্ডিং,নিউমুরিং)
ঃ বাবু দীপেন্টু চাকমা (পূর্ণিমা বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা)
ঃ বাবু প্রিয়দর্শী চাকমা (কাষ্টম বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু রনেশ চাকমা (আবছার বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু লুইন চাকমা (আবছার বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু প্রিয়জ্যোতি চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু রতন চাকমা (হান্নান বিল্ডিং,
ঃ বাবু প্রিতি চাকমা (হাসান ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু সুকেন চাকমা (হাসান ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু বাবুধন চাকমা (অপূর্ব ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু বিনয় চাকমা (রোকেয়া বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা)
ঃ বাবু সজীব চাকমা (মোছার বিল্ডিং,
ঃ বাবু রূপায়ন চাকমা (অনিমা বিল্ডিং,
ঃ বাবু জেকশন চাকমা (আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ বাবু রিকেল চাকমা (সরীপ ম্যানসন, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ বাবু তপন চাকমা (জাহেদ বিল্ডিং,
ঃ বাবু রাজু চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং,
ঃ বাবু বাবলু চাকমা (আবছার বিল্ডিং, নিউমুরিং)
ঃ বাবু সৈকত চাকমা (ফেন্সি হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)

স্বেচ্চাসেবিকা পরিষদ

স্বেচ্চাসেবিকা প্রধান ঃ মিসেস আশামা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

স্বেচ্চাসেবিকা ঃ মিসেস ক্যামিলিয়া চাকমা (মুরাদ বিল্ডিং, ২নং মাইল মাথা)

" ঃ মিস বাধনী চাকমা (ফেন্সী হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ)

" ঃ মিস জেনি চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস রিংকি চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

" ঃ মিসেস মাসু চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

" ঃ মিস নীলা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস সুমারী চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস জোসিনা দেওয়ান (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)

ঃ মিস জোনাকী চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস উৎপলা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিসেস রূপালী চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস দিপালী চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিসেস শান্তনা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস্ শিউলি তালুকদার (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)

ঃ মিস রিতু চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস সেতু চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস সুজাতা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

" ঃ মিস্ রাখী চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্ট গোলা ক্রসিং)

ঃ মিস পিপলী চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)

" ঃ মিস বিউটি চাকমা (ফেন্সি হাউস, নিউমুড়িং))

" ঃ মিস রূপা চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)

" ঃ মিস সুকৃতা বড়ুয়া (মুরাদ কলোনী, ব্যারিষ্টার কলেজ)

" ঃ মিস শ্যামলী চাকমা (হাজিমিয়া বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা)

" ঃ মিস রিপনা চাকমা (আফসার বিল্ডিং, নিউমুরিং)

" ঃ মিস ইন্দ্রা চাকমা (আফসার বিল্ডিং, নিউমুরিং)

ঃ মিস শীলা চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং)

ঃ মিস জেনি চাকমা (অফসিট হোষ্টেল, নিউমুরিং)

" ঃ মিস বিশাখা চাকমা (অফসিট হোষ্টেল, নিউমুরিং)

ঃ মিস কল্পনা চাকমা (অফসিট হোষ্টেল, নিউমুরিং)

ঃ মিস স্বপ্না চাকমা (অফসিট হোষ্টেল, নিউমুরিং)

স্বেচ্চাসেবিকা ঃ মিস সুমা চাকমা (মুকবুল মিস্ত্রি বিল্ডিং, সিমেন্ট ক্রসিং)
" ঃ মিস রেপলি চাকমা (মিজান ভবন, ২নং মাইলের মাথা)
ঃ মিসেস উত্তম্যা মা (মিজান ভবন,২নং মাইলের মাথা)
ঃ মিস টুপিকা চাকমা (রহমান বিল্ডিং, সিমেন্ট হোষ্টেল)
ঃ মিস টিংকু চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস মনিসোনা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস মমতা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস সুজাতা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস ক্ষেমা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস মল্লিকা চাকমা (২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস তৃষ্ণা চাকমা সেলিম বিল্ডিং ২নং মাইলে মাথা)
ঃ মিস তৃপ্তি চাকমা (স্বপ্নভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস আল্পনা চাকমা (বন্দর টিলা)
ঃ মিস নিতা চাকমা (অপূর্ব ম্যানসন ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস দিপালী চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস জেমি চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস মনিসোনা চাকমা ((১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস সুমি চাকমা (১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং)
ঃ মিস জেসি চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং)
ঃ মিস সুমিতা চাকমা (ফেন্সী হাউস ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস মিতু চাকমা (হামদুমিয়া বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস রুমা চাকমা (হান্নান বিল্ডিং ব্যারিষ্টার কলেজ)
ঃ মিস শিউলি চাকমা (হাজিমিয়া বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা)

হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কল্পে ভূমি দাতাদের নামের তালিকা

দাতার নাম	ঠিকানা	ভূমির পরিমাণ	ভূমির মূল্য
মিস্ লুম্বিনী চাকমা	মধুপুর, খাগড়াছড়ি	১ বর্গফুট	২৫০০/-
বাবু জগৎসেন চাকমা (মৃত)	বেতছড়ি, খাগড়াছড়ি।	১ বর্গফুট	২৪০০/-
বাবু জুয়েল চাকমা	গোলক পতিমা ছড়া, পানছড়ি	১ বর্গফুট	২৪০০/-
বাবু কৃষ্ণ বাহন চাকমা	সূত কর্মা পাড়া, পানছড়ি,	১ বর্গফুট	২৪০০/-

HILL CHADIGANG BOUDDHA BIHAR

ESTD: 4TH JANUARY 2008, 2551 BC. 1414 BANGLA
SALTGOLA CROSSING, BANDAR, CHITTAGONG.

CONDUCTED BY : HILL CHADIGANG, BQDDHIST WELFARE SOCIETY.

LIFE MEMBERSHIF DATA

SL NO.	NAME	PERMANENT ADDRESS	TAKA
1	Ven. Ratana Priyo Bhikkhu	Bet Chari, Khagrachari Sadar	1000
2	Ven. Shadana Joyti Bhikkhu	Bet Chari, Khagrachari Sadar	1000
3	Mr. Jewel Chakma	Golakputima Chara, Panchari, Khagrachari	1000
4	Mr. Jiko Khisa	Ramhari Para, Nannyachar, Rangamati	1000
5	Ven. Bidarshan Bhikkhu	Durkheiya, Bandukbhanga, Rangamati.	1000
6	Ven. Sumitra Bhikkhu	Rangapanichara, Khagrachari Sadar,	1000
7	Mr. Pritimoy Chakma	Kumra para, Rangamati	1000
8	Ven. Priyo Nanda Bhikkhu	Changra chari, Bandukbhanga, Rangamati,	1000
9	Ven. Shradda Tissya Bhikkhu	Chakra para, Rangamati Sadar	1000
10	Ven. Jibanananda Bhikkhu	Nowapara, Rangamati, Sadar	1000
11	Ven. Brahammazan Bhikkhu	Udol Bagan, Dighinala, Khagrachari,	1000
12	Mr. Nirupam Chakma	Kuduk Chari, Rangamati, Sadar	1000
13	Mrs. Kusolini Chakma	Kuduk Chari, Rangamati, Sadar	1000
14	Mrs. Suprava Chakma	Pahartali, Mohalchari, Khagrachari	1000
15	Ven. Rahu Bijoy Bhikkhu	Dighinala, Bana Bihar, Khagrachari	1000
16	Ven. Buddha Jyoti Bhikkhu	Dighinala, Banabihar, Khagrachari	1000
17	Ven. Dharmahita Bhikkhu	Dighinala, Bana Bihar, Khagrachari	1000
18	Mr. Sufal Chakma	Mongaldhanpara, Panchari, Khagrachari,	1000
19	Mr. Tuhin Khisa	Ramhari Para, Nannyachar, Rangamati.	1000
20	Ven. Nanda priya Bhikkhu	Dumbil, Logang, Panchari, Khagrachari	1000
21	Ven. Shashanarakkit Bhikkhu	Shantipar Arannykutir, Panchari, Khagrachari	1000
22	Mr. Krishnabahan Chakma	Sutokarma Para, Panchari, Khagrachari.	1000
23	Mrs. Popi Chakma	Manikzor Chara, Langadu, Rangamati.	1000
24	Ven. Purnajyoti Mahastavir	Nazarertila, Rangunia, Chittagong.	1000

SL NO.	NAME	PERMANENT ADDRESS	TAKA
25	Mrs. Parul Chakma	Marishya, Rangamati	1000
26	Mr. Kakon Chakma	Fotbil, Khagrachari Sadar.	1000
27	Mr. Karmendriyo Chakma	Babuchara, Dighinala, Khagrachari.	1000
28	Ven. Jibon Daye Bhikkhu	Dighinala Bana Bhihar, Khagrachari	1000
29	Mr. Shant Ranjan. Chakma	College Para, Khagrachari Sadar	1000
30	Mrs. Gorika Chakma	College Para, Khagrachari Sadar	1000
31	Mrs. Prava Chakma	College Para, Khagrachari Sadar	1000
32	Mrs. Sukhi Chakma	College Para, Khagrachari Sadar	1000
33	Mrs. Anita Chakma	Kharikkong, Rangamati Sadar.	1000
34	Mrs. Samata Chakma	Tulaban, Baghaichari, Rangamati.	1000
35	Mr. Jamini Mohan Chakma	Betchari, , Khagrachari Sadar.	1000
36	Mrs. Sushraddamukhee Chakma	Betchari, , Khagrachari Sadar.	1000
37	Ven. Shradda Tissya Bhikkhu	Barkalak, Panchari, Khagrachari	1000
38	Miss. China Chakma	Kattali, Baghaichari, Rangamati.	1000
39	Mr. Shantimay Chakma	Hazachara, Rangamati, Sadar.	1000
40	Mr. Arun Chakma	Pudikhali, Rangamati, Sadar.	1000
41	Mr. Ushamay Chakma	Ugalchari, Baghaichari, Rangamati.	1000
42	Mr. Khakan Chakma	Nalbaniya, Baghaichari, Rangamati	1000
43	Mr. Sadhan Chakma	Nalbaniya, Baghaichari, Rangamati	1000
44	Mr. Ciroshanti Chakma	Babuchara, Dighinala, Khagrachari.	1000
45	Ven. Mangaljyoti Bhikkhu	Banarupa, Rangamati, Sadar,	1000
46	Miss. Ripa Chakma	Jugeswar Para, Panchari, Khagrachari.	1000
47	Mr. Dibakar Barua	Chakbazar, Chittagong.	1000
48	Mr. Ratan Barua	Aburkhil, Raozan, Chittagong.	1000
49	Mr. Darsan Chakma	Madupur, Khagrachari Sadar	1000
50	Miss. Trisita Chakma	Madupur, Khagrachari Sadar	1000
51	Miss. Lumbini Chakma	Madupur, Khagrachari Sadar	1000
52	Ven. Nandapal Mahathero	Buddhagaya, Bihar Pradesh, India.	1000
53	Ven. Sughata Priyo Mahathero	Padua, Lohagara, Chittagong.	1000
54	Mr. Kallyanjyoti Chakma	Manju Adan, Panchari, Khagrachari	1000
55	Mrs. Revly Chakma	Ulucari, Baghaichari, Rangamati.	1000
56	Mrs. Konika Chakma	Bijitola. Khagrachari Sadar.	1000
57	Mrs. Monisha Chakma	Belachara, Ghagra, Rangamati.	1000
58	Mrs. Sujata Talukder	Kalindipur, Rangamati Sadar.	1000
59	Mrs. Susharita Chakma	Pagajjya chari, Mahalchari, Khagrachari.	1000
60	Mr. Harendu Chakma	Pagajjya chari, Mahalchari, Khagrachari.	1000
61	Mrs. Jonaki Chakma	Pagajjya chari, Mahalchari, Khagrachari.	1000

SL NO.	NAME	PERMANENT ADDRESS	TAKA
62	Mr. Orkison Chakma	Pagajjya chari, Mahalchari, Khagrachari.	1000
63	Mr. Mission Chakma	Pagajjya chari, Mahalchari, Khagrachari.	1000
64	Mrs. Mitali Chakma	Tulaban, Baghaichari, Rangamati.	1000
65	Ven. Suvobardhan Bhikkhu	Banduk Bhanga, Rangamat Sadar	1000
66	Mr. Bakul Chakma	Balukhali, Zurochari, Rangamati	1000
67	Mr. Dipan Chakma	Rajdeep, Rangamati Sadar,	1000
68	Ven. Attadeep Bhikkhu	Uluchari, Banduk Bhanga, Rangamati,	1000
69	Ven. Bijoyshree Bhikkhu	Uluchari, Banduk Bhanga, Rangamati,	1000
70	Mr. Aungchoipru Marma	Chandraghona, Kaptai, Rangamati,	1000
71	Ven. Dharmamitra Bhikkhu	Dighinala, Bana Bhihar, Khagrachari	1000
72	Ven. Janayog Bhikkhu	Dighinala, Bana Bhihar, Khagrachari	1000
73	Mrs. Trideeprani Chakma	Nalkaba, Panchari, Khagrachari,	1000
74	Mr. Milan Chakma	Chappya Chara, Barkal, Rangamati,	1000
75	Mr. Hirohita Chakma	Barkalak, Panchari, Khagrachari,	1000
76	Mr. Tuhin Chakma	Barkalak, Panchari, Khagrachari,	1000
77	Mrs. Anita Chakma	Kamalchari, Khagrachari Sadar,	1000
78	Mr. Bimal Chkama	Bijitola, Khagrachari Sadar,	1000
79	Mr. Asitbaran Chkama	Agrabad, Chittagong,	1000
80	Mrs. Heli Chakma	Tulaban, Baghaichari, Rangamati.	1000
81	Mr. Priti Bhusan Chkama	Bangal Toli, Baghaichari, Rangamati	1000
82	Mrs. Laxmi Chakma	Nandachara, Barkal, Rangamati,	1000
83	Mr. Rupayan Chkama	Baghachola, Barkal, Rangamati	1000
84	Mr. Basanta Chkama	Boalkhali, Chittagong	1000
85	Mr. Khokan Chkama	Betchari, Khagrachari Sadar,	1000
86	Mr. Subasdatta Chkama	Durchari, Baghaichari, Rangamati.	1000
87	Mrs. Trishaka Chkama	Manikzor Chara, Langadu, Rangamati	1000
88	Mr. Shaymal Barua	Chndanaish, Chittagong,	1000
89	Mrs. Sakarita Chkama	Chotodulu, Kaukhali, Rangamati.	1000
90	Miss. Rinki Chkama	Baghaihat, Dighinala, Khagrachari.	1000
91	Miss. Rimita Chkama	Kabakhali, Dighinala, Khagrachari.	1000
92	Mr. Dipan Chkama	Harubil, Panchari, Khagrachri.	1000
93	Mrs. Suparna Chkama	Kallyanpur, Rangamati Sadar.	1000
94	Ven. Muktipada Bhikku	Barkalak, Panchari Khagrachri	1000
95	Ven. Jinobodi Bhikkhu	Harikkong, Bandukbhanga, Rangamati	1000
96	Ven. Anumadarshi Bhikku	Boizanta Bana Bihar, Ghagra, Rangamati	1000
97	Miss Labni Chakma	Baghaichari, Rangamati	1000
98	Mrs. Mashu Chakma	Tulaban. Baghaichari Rangamati	1000

SL NO.	NAME	PERMANENT ADDRESS	TAKA
99	Mrs. Ampi Chakma	Muroghona, Kajalong Rangamati	1000
100	Miss. Ranjita Chakma	Pahartoli, Mahalchari , Khagrachari	1000
101	Miss Nita Chakma	Babura Para, Khagrachari	1000
102	Ven. Bisuddhananda Bhikkhu	Itchari, Khagrachari, Sadar,	1000
103	Mr. Alokmoy Chakma	Logang, Panchari, Khagrachari	1000
104	Mr. Shishir Chakma	Mazer Bosti, Kotwoli, Rangamati .	1000
105	Mr. Rupan Chakma	Champaknagar, Rangamati 1000	
106	Miss. Dipali Chakma	Bonzogi Chara ,Zurochari,Rangamati	1000
107	Mrs. Kanika Dewan	Pagossya Chari Panchari, Khagrachari	1000
108	Mr. Riko Chakma	Mitingya Chari Suvolong, Rangamati.	1000
109	Miss. Laxmi Prava Chakma	Tulaban Baghaichari , Rangamati	1000
110	Mr. Subankar Chakma	Paghajaychari Mahalchari, Khagrachari,	1000
111	Ven. Indra Priya Bhukkhu	Sahasbanda, Rangamati Sadar,	1000
112	Mr, Uttam Chakma (Jewel)	Betchari Subalang, Rangamati,	1000
113	Miss Sabana Chakma	Subolong, Rangamati.	1000
114	Mr. Jewel Chakma (2)	Pujgan, Panchari, Khagrachari.	1000
115	Mr. Susanta Bijoy Chakma	Banchara Muk, Dighinala, Khagrachari	1000
116	Mr. Agni Bijoy Chakma	Dewanpara, Matiranga, Khagrachari.	1000
117	Mrs. Ruma Chakma	Kumrapara, Rangamati.	1000
118	Mrs Josi Chakma	Maich chari, Barkal, Rangamati	1000

Life Membarshief Data
(Serioaly)

SL NO.	NAME	PERMANENT ADDRESS	TAKA
1	Mr. Jaghat Joyti Chakma		
2	Mrs. Minackee Chakma	Vill:-Tara Ban. Panchari, Khagrachari	100/-
3	Mrs. Niharica Chakma	Nana Curum, Naniya Char, Rangamati	200/-
4	Miss. Anusri Tripura	Lati Ban, panchari, khagrachari	750/-
5	Mr. Swapon Chakma	Tara Ban, panchari Khagra chari	100/-
6	Mr. Mang cipro Arkish Marma	Khabangpurya, Khagra chari	200/-
7	Mr. Binoy Bikash Chakma	Kala Pani, Manick chari, Khagra chari	100/-
8	Miss. Sujata Chakma	Kamuka Chara Diginala, Khagra chari	700/-
9	Mr Real Chakma	Ulu Chari, Baghai Chari, Rangamati	500/-
10	Mrs, Lina Chakma	Bat chari, Subalong, Rangamati	500/-

SL NO.	NAME	PERMANENT ADDRESS.	TAKA
11	Mrs, manasi Chakma	Marishya, Rangamati	400/-
12	Mr. Tarun Chakma	Baghai Chari, Marishya, Rangamati	400/-
13	Mr, Aci Rangshu	Tabal Chari, Rangamati Sadar	400/-
14	Mrs, Rumi Chakma	Dur Chari, Marishya, Rangamati	400/-
15	Mrs, Happy Chakma	Hangal Chari, Naniya char, Rangamati	100/-
16	Mr, Suhif Chakma	Hangal Chari, Naniya Char, Rangamati	100/-
17	Mr, Sushil kumar Chakma	Hsangal Chari, Naniya Char, Rangamati	100/-
18	Mr,Samiran Chakma	Baghai Chari, Marishya, Rangamati	500/-
19	Mr, Bijoy Chakma	Langudu, Rangamati	100/-
20	Mrs, Mitali Chakma	Ugal Chari, Bagai Chari, Rangamati	300/-
21	Mrs, Santana Chakma	Baghai Chari, Rangamati,	200/-
22	Mr, Shanti Datta Chakma	Jounala, Panchari Khagra Chari	200/-
23	Mr, Ripen Chakma	Kanungu para, panchari, Khagra Chari,	100/-
24	Mr, Sushanta Chakma	Machya Chara, panchari, Khagra Chari,	200/-
25	Mr, Purna Dhan Chakma	Pujgang Mukh, panchari, Khagra Chari,	100/-
26	Mr, Babul Chakma	Pujgang Mukh, panchari, Khagra Chari,	200/-
27	Mr, Sushil Chakma Tripura	Chara, Banduk Vanga Rangamati	200/-
28	Mrs, Nani Prava Chakma	Kanugu Para, panchari, Khagra Chari,	100/-
29	Mr, Junee Chakma	Pujgang Mukh, panchari, Khagra Chari,	100/-
30	Miss, Dipa Chakma	Bat Chari, Naniyachar, Rangamati,	100/-
31	Mr, Munna Chakma	Balu Khali, Naniya Char, Rangamati	100/-
32	Mr, Juwel Chakma	Nabida para, panchari, Khagra Chari,	200/-
33	Miss, Mamata Chakma	Dhamai Chara, Subalong, Rangamati	200/-
34	Mrs, Joysuda Chakma	Dhamai Chara, Subalong, Rangamati	100/-
35	Mrs, Bjralata Chakma	Dhamai Chara, Subalong, Rangamati	100/-
36	Miss, Namita Chakma	Kamtali, Naniya Char, Rangamati	300/-
37	Miss, Sufala Chakma	Kamtali, Naniya Char, Rangamati	100/-
38	Mrs, Suniti Bala Chakma	Kamtali, Naniya Char, Rangamati	500/-
39	Mr, Subimal Chakma	Haza chara, Mohalchari, Khagra Chari	400/-
40	Miss, Tazi Chakma	Kangal chari, Mohal Chari, Khagra Chari	200/-
41	Mr, Nitan Chakma	Midal Baghai Chari, Rangamati	600/-
42	Miss, Tinku Chakma	Khabong puriya, Khagra Chari, Sadar,	
43	Mrs, Sabana Chakma	Sgaiya Chari, Subalong, Rangamati.	500/-
44	Mr, Suka Moy Chakma	Kuduk Chari, Rangamati Sadar	300/-
45	Mrs, Indra Chakma	Kuduk Chari, Rangamati Sadar	300/-
46	Miss, Imu Chakma	Kuduk Chari, Rangamati Sadar	400/-
47	Miss Zni Chakma	Marichya, Rangamati	500/
48	Miss Zenika Chakma	-Do-	500/

হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার

বন্দর, চট্টগ্রাম

দৈনিক পিন্ডদাতাদের নামের তালিকা

সকাল

তারিখ	নাম	ঠিকানা	মোবাইল
১	রিংকী/সুমারী চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৭ম তলা রুম নং ১	
২	মধুমিতা/ববিতা চাকমা	সেলিম ভিলা, ৪র্থ তলা, রুম নং ১৪	০১৮১২৮৩৭০৯৬
৩	বৈশাখী মা	সিরাজ বিল্ডিং, ২য় তলা	০১৬৭২৪০৮৮৯৩
৪	বিনয়দর্শী চাকমা	মান্নান বিল্ডিং, ৪র্থ তলা,রুম নং-৪১	
৫	লক্ষী মায়া চাকমা	কলসি দীঘির পাড়	০১৮১৮৩১২৮৭
৬	নিতা চাকমা	অপূর্ব ম্যানসন,রুম নং-৫, ১ম তলা	০১৯১৪৭৪৫৪৭৭
৭	মায়া রানী চাকমা	প্রতিশ্রুতি বিল্ডিং, ৪র্থ তলা রুম নং-০	০১৭৩২৩৯৫৩৪৫
৮	খোকন চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৫ম তলা রুম নং-১	০১১৯৯২৬৫৩৫৭
৯	পিংকী চাকমা	হানিফ বিল্ডিং, ৩য় তলা রুম নং-১০	০১১৯৮১৩৬৩৬৩
১০	রিপেন চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন,৩য় তলা রুম নং-৩	০১৮১২৬৮২৭২৫
১১	জেসি চাকমা	হামদু মিয়া বিল্ডিং, ৪নং বিল্ডিং রুম নং-৪২	০১৯২১৮৪০৮৬৮
১২	সান্তনা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৪র্থতলা রুম নং- ৩	
১৩	অনামিকা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৪র্থ তলা রুম নং- ২	০১৭২০৬০১১৮৯
১৪	জেনি চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৭ম তলা রুম নং-১	
১৫	মনি সোনা চাকমা	হামদু মিয়া বিল্ডিং, বিঃ কলেজ ৩য় তলা	০১৯২০৪০০৭৫০
১৬	রিপনা চাকমা	মান্নান বিল্ডিং, ৩য় তলা রুম নং- ২৩	০১৭১০৪৮২৪৭৪
১৭	অরুন চাকমা	আবছার বিল্ডিং, ৪র্থ তলা রুম নং-৩	০১১৯০৬৭১৯৭৯
১৮	দেবরতন চাকমা	হামদু মিয়া বিল্ডিং, বিঃ কলেজ ৩য় তলা	০১৮১৩৭১৬৪২৯
১৯	অমর ধন চাকমা	আবুতালেব বিল্ডিং, বিঃ কলেজ রোড	০১৫৫৮৯৪২৩৬১
২০	জ্যোতিকা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৩য় তলা রুম নং-৩	
২১	খোকন তংচংগা	মিজান ভবন, মাইলের মাথা	০১৮১৩৩২৪৯৬৯
২২	রিপেন্দু চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ২য় তলা রুম নং-৩	
২৩	লিনা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৩য় তলা রুম নং-৩	
২৪	মিসেস মিকু চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, ৪র্থ তলা রুম নং-২	০১৫৫৮৫৪৫৮৪২
২৫	রিতু/সেতু চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৩য় তলা রুম নং-৩	
২৬	সুবিমল চাকমা	রহমান বিল্ডিং, ২য় তল সিমেন্ট হোষ্টেল	০১৮১৯৮৯২৮৪২
২৭	তাপস চাকমা	রহমান বিল্ডিং, ২য় তলা সিমেন্ট হোষ্টেল	০১৯১৩৬৩০৮৩৩
২৮	ইরেন্দু চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৫ম তলা রুম নং-১	
২৯	লক্ষী প্রভা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৩য় তলা রুম নং-৩	০১১৯৯৭২৯৩৮
৩০	শান্তি ময় চাকমা	হাজিমিয়া বিল্ডিং, ১ম তলা মাইলের মাথা	০১৮১৮২৮৩৮৭৭
৩১	সুমি চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন,৩য় তলা রুম নং-৬	০১৫৫৮৪৪২৩৬৭

হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার

বন্দর, চট্টগ্রাম

দৈনিক পিন্ড দাতাদের নামের তালিকা

দুপুর

তারিখ	নাম	ঠিকানা	মোবাইল
১	জুয়েল চাকমা	১নং নাবিক কলোনী	০১৯১৩৬০৯৯৬১
২	দীপন চাকমা	নারিকেল তলা	০১৮১৩০৫২৪৬৯
৩	প্রীতি ময় চাকমা	মহাজন ঘাটা, নারিকেল তলা	০১৮১৯৩৬৩৭৯৪
৪	জিকো খীসা	মহাজন ঘাটা, নারিকেল তলা	০১৮১৭২৫৯৯৫১
৫	সুজুতা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৭ম তলা রুম নং-১	০১৫৫৩৪০৫১০৪
৬	দিব্যদর্শী চাকমা	কাস্টম ভবন, ৪র্থ তলা রুম নং-৪০২	০৩৬৩৩০১৬৩৬৭
৭	অমল কান্তি চাকমা	হান্নান বিল্ডিং, ৩য় তলা রুম নং-১৭	
৮	পূর্ন ধন চাকমা	জাহিদ বিল্ডিং, ৩য় তলা রুম নং-১৭	
৯	অরুন চাকমা	জে এস প্লাজা, ৩য় তলা নিউমুরিং	০১৮৩০০৩৯৪২৭
১০	ক্যামিলিয়া চাকমা	মুরাদ বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা	০১৮১৯৩৩৭৮০৯
১১	তনয় চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৬ষ্ঠ তলা রুম নং-২	
১২	রঞ্জিতা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৪র্থ তলা রুম নং-৩	০১৭২১০২২৮০৮
১৩	অমীষ কান্তি দেওয়ান	হাজি মিয়া বিল্ডিং, ৪র্থ তলা রুম নং-২	০১৯১৩৯৫৫৫২৬
১৪	নীলা চাকমা	আম্বিয়া ভবন,৭ম তলা রুম নং-১	
১৫	পারুল চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, ৪র্থ তলা রুম নং-৩	
১৬	মনিষা চাকমা	সোলেমান বিল্ডিং, বিঃ কলেজ রোড	০১৮১৭৭৬৩০১০
১৭	আলো ময় চাকমা	জাহিদ বিল্ডিং, ৩য় তলা, রুম নং-১১	
১৮	দিব্য মা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, রুম নং-৬	
১৯	উষা ময় চাকমা	হামদু মিয়া বিল্ডিং, ৩য় তলা, রুম নং২৯	০১৭১৫৪৩৫৩১৭
২০	তপু মা	১নং আম্বিয়া ভবন, ৬ষ্ঠ তলা রুম নং-২	০১৫৫৮৪৪২৩৬৭
২১	দীপংকর চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৬ষ্ঠ তলা রুম নং ২	
২২	আলোক ময় চাকমা	মিজান ভবন, ১ম তলা রুম নং-১	০১৫৫৩৫১৪৫৭৪
২৩	কালো মনি চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, ২য় তলা রুম নং-৩	
২৪	দীনেশ চাকমা	কাষ্টম বিল্ডিং, ৩৪০ নং রুম, ব্যরিষ্টার কলেজ	০১১৯০৮৯৮৬৪৬
২৫	আশা মা	২নং আম্বিয়া ভবন, ৩য় তলা রুম নং-৩	০১১৯৯৭২২৯৩৮
২৬	বিনোদ বিহারী চাকমা	রহমান বিল্ডিং, ২য় তলা, সীম্যান্ট হোষ্টেল	০৩৬৩৩১০২৯৩৮
২৭	রতন চাকমা	মিজান ভবন, ২নং মাইলের মাথা	০১১৯৮০৯৫২০২
২৮	সুনীতি রঞ্জন চাকমা	হামদু মিয়া বিল্ডিং রুম নং-২ বিঃকঃ রোড	
২৯	রূপালী চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, ৪র্থ তলা রুম নং-২	০১৮১৭৭৬১৩৬৯
৩০	চীর শান্তি চাকমা	খান সুফিয়া ম্যানসন, নিউমুরিং এলাকা	০১৯১৮০২১০৬৬
৩১	রানু মা	২নং আম্বিয়া ভবন,৭ম তলা রুম নং-১	

হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার

বন্দর, চট্টগ্রাম।

মাসিক শ্রদ্ধাদান দাতাদের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	দাতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	মোবাইল নং
১	বাবু জিকো খীসা	নারিকেল তলা	
২	বাবু জুয়েল চাকমা	১নং নেভী কলোনী	
৩	বাবু দীপন চাকমা	নারিকেলতলা	
৪	বাবু প্রীতিময় চাকমা	নারিকেলতলা	
৫	বাবু শিপন চাকমা	নেভী হাসপাতাল গেইট	
৬	বাবু চৌকষ চাকমা		
৭	বাবু বোধিপ্রিয় চাকমা	নেভী হাসপাতাল গেইট	
৮	বাবু পরিতোষ চাকমা	নেভী হাসপাতাল গেইট	
৯	বাবু নিকেল চাকমা		
১০	বাবু মনিকাঞ্চন চাকমা	নেভী হাসপাতাল গেইট	
১১	বাবু মন্টু চাকমা	নেভী হাসপাতাল গেইট	
১২	বাবু বিনিময় চাকমা	নেভী হাসপাতাল গেইট	
১৩	বাবু জ্যোতির্ময় চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
১৪	মিসেস রঞ্জিতা চাকমা	ঐ	
১৫	বাবু পারুল চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
১৬	মিসেস মিতালি চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
১৭	বাবু সুরত্তম চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
১৮	বাবু অমরধন চাকমা	আবু তালেবের বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ	
১৯	মিসেস সান্তনা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
২০	মিসেস লিনা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
২১	নিটন চাকমা	হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং	
২২	বাবু শান্তিময় চাকমা	হাজিমিয়া বিল্ডং, ২নং মাইলের মাথা	
২৩	বাবু শ্যামল চাকমা	সেলিম ভিলা, ব্যারিষ্টার কলেজ	
২৪	বাবু দেবরতন চাকমা	হামদুমিয়া বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ	
২৫	বাবু শুভঙ্কর চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
২৬	বাবু প্রীতিময় চাকমা	রহমান বিল্ডিং, সিমেন্ট হোষ্টেল	
২৭	বাবু আলোময় চাকমা	জাহিদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ	
২৮	বাবু জ্যোতি বিকাশ চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	

ক্রমিক নং	দাতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	মোবাইল নং
২৯	বাবু রিপেন চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৩০	বাবু খোকন চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৩১	বাবু জগতজ্যোতি চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৩২	বাবু সাজু চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৩৩	মিস দিপালী চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৩৪	মিস তুইঞাপ্রু র্মামা		
৩৫	বাবু জ্ঞানজ্যোতি চাকমা		
৩৬	মিস জ্যোতিকা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৩৭	বাবু অরুন বিকাশ চাকমা	প্রতিশ্রুতি বিল্ডিং, কলসী দীঘি রোড	
৩৮	মিস মনীষা চাকমা	সোলেমান বিল্ডিং. ব্যারিষ্টার কলেজ	
৩৯	মিস রূপালী চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৪০	মিস লাকী চাকমা	তামান্না বিল্ডিং, নিউমুরিং	
৪১	বাবু আদর্শী চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৪২	বাবু কালোময় চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৪৩	বাবু নিরুপন চাকমা		
৪৪	মিস মানসা চাকমা		
৪৫	মিস্ নিলা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৪৬	মিস্ জেনি চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৪৭	মিস দীপ্তা চাকমা	তামান্না বিল্ডিং, নিউ মুরং	
৪৮	বাবু প্রিয়তম চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৪৯	বাবু আর্কিস চাকমা	মুরাদ বিল্ডিং, ২নং মাইল মাথা	
৫০	বাবু জুনজুনি চাকমা	মুরাদ বিল্ডিং, ২নং মাইল মাথা	
৫১	বাবু বিনোদ বিহারী চাকমা	রহমান বিল্ডিং, ২নং মাইলের মাথা	
৫২	বাবু কেতন চাকমা		
৫৩	বাবু চিত্তি চাকমা	মিজান ভবন, ২নং মাইল মাথা	
৫৪	বাবু অমিষ কান্তি দেওয়ান	হাজী মিয়া বিল্ডিং, ২নং মাইল মাথা	
৫৫	বাবু স্বপন কুমার চাকমা		
৫৬	বাবু কামনা দেওয়ান	হাজী মিয়া বিল্ডিং, ২নং মাইল মাথা	
৫৭	বাবু রিপেন্দু চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৫৮	বাবু অজয় বিকাশ চাকমা		
৫৯	বাবু দিব্যদর্শী চাকমা	কাষ্টম ভবন, ব্যারিষ্টার কলেজ	
৬০	বাবু রতন চাকমা	জাহিদ ভবন, ব্যারিষ্টার কলেজ	

ক্রমিক নং	দাতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	মোবাইল নং
৬১	বাবু বৃষভানু চাকমা	সেলিম ভিলা, ব্যারিষ্ঠার কলেজ	
৬২	মিসেস রুমা চাকমা	তামান্না বিল্ডিং, রিউমুরিং	
৬৩	মিসেস রুপালী চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৬৪	বাবু বরুন চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৬৫	মিসেস সুজিনা চাকমা	জাহেদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ	
৬৬	মিসেস রিপনা চাকমা	মান্নান বিল্ডিং, নিউমুরিং	
৬৭	মিসেস মনিষা চাকমা	সোলেমান বিল্ডিং, ব্যারিষ্ঠার কলেজ	
৬৮	মিসেস ছবিরাণী চাকমা	স্বপ্নভিলা, ব্যারিষ্ঠার কলেজ	
৬৯	মিসেস তৃপ্তি চাকমা	জে এস প্লাজা,	
৭০	মিসেস কুসুমিকা চাকমা	অপসেট হোষ্টেল,	
৭১	বাবু কৃষবাহন চাকমা	নাসিরাবাদ	
৭২	মিসেস রুপা চাকমা		
৭৩	মিসেস রমলা চাকমা		
৭৪	বাবু ভবতোষ চাকমা		
৭৫	বাবু চিরঞ্জীব চাকমা	আম্বিয়া ভবন, ব্যারিষ্ঠার কলেজ	
৭৬	বাবু বিধান চাকমা	ফেন্সী হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ রোড	
৭৭	বাবু উৎপলা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৭৮	বাবু জোনাকী চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৭৯	মিসেস নিতা চাকমা	অপূর্ব ম্যানসন, ব্যারিষ্ঠার কলেজ	
৮০	বাবু উষাময় চাকমা	হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুরিং	
৮১	মিসেস উত্তরা চাকমা	মুসা বিল্ডিং, নিউমুরিং	
৮২	বাবু রিপন চাকমা	১নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৮৩	মিসেস ক্ষেমা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৮৪	মিসেস মল্লিকা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৮৫	মিসেস মিতালী চাকমা	রহমান বিল্ডিং, সিমেন্ট হোষ্টেল	
৮৬	মিসেস টুপিকা চাকমা	রহমান বিল্ডিং, সীম্যান হোস্টেল	
৮৭	মিসেস সুনিয়া চাকমা	জাহিদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্ঠার কলেজ	
৮৮	বাবু চিরশান্তি চাকমা	খান সুফিয়া ম্যানসন, নিউমুরিং	
৮৯	বাবু প্রমেশ তঞ্চঙ্গ্যা	সি সি ভবন, নিউমুরিং	
৯০	বাবু সুনীতি রঞ্জন চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৯১	বাবু বকুল চাকমা	মাঝ পাড়া, ২নং মাইল মাথা	
৯২	মিসেস কৃষ্ণা চাকমা	মহাজন ঘাটা,	

ক্রমিক নং	দাতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	মোবাইল নং
৯৩	মিসেস যমুনা চাকমা	মহাজন ঘাটা,	
৯৪	বাবু মিল্টন চাকমা	মহাজন ঘাটা,	
৯৫	মিসেস প্রিয়াং চাকমা	মুকবুল মিস্ত্রি বিল্ডিং, সিমেন্ট ক্রসিং	
৯৬	বাবু পুর্ণচক্র চাকমা	নারিকেল তলা,	
৯৭	বাবু অরুন চাকমা (নেভি)	নিউমুরিং	
৯৮	বাবু অশেষ মিশন চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
৯৯	বাবু শ্রাবণী চাকমা		
১০০	মিসেস জ্যোতিকা চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
১০১	বাবু রায়ন চাকমা	জেসমিন ভবন, ব্যারিষ্টার কলেজ	
১০২	বাবু উজ্জীবন চাকমা	খাঁন সুফিয়া ম্যানসন, নিউমুড়িং	
১০৩	মিস দৈব চাকমা	সাংকু হোস্টেল,	
১০৪	মিস বাধন চাকমা	ফেন্সি হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ রোড	
১০৫	মিস সুনিতা চাকমা	ফেন্সি হাউস, ব্যারিষ্টার কলেজ রোড	
১০৬	মিসেস সুবিনা চাকমা	জাহিদ বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ	
১০৭	মিসেস চুমকি চাকমা		
১০৮	মিসেস অম্বলিকা চাকমা	হামদুমিয়া বিল্ডিং, ব্যারিষ্ঠার কলেজ	
১০৯	মিস চিজি চাকমা	২নং আম্বিয়া ভবন, সল্টগোলা ক্রসিং	
১১০	মিস ফেন্সী চাকমা	কাস্টম বিল্ডিং, ব্যারিষ্টার কলেজ	
১১১	মিস্ কোহিলী চাকমা		
১১২	বাবু সুনীল চাকমা	আফসার বিল্ডিং, নিউমুরিং।	
১১৩	মিসেস গীতা চাকমা	আফসার বিল্ডিং, নিউমুরিং।	
১১৪	বাবু ঝিলিক চাকমা	স্বপ্ন ভিলা ব্যারিষ্টার কলেজ রোড	
১১৫	মিস জয়ন্তিকা চাকমা	স্বপ্ন ভিলা ব্যারিষ্টার কলেজ রোড	

শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব

শিউলী তালুকতার
হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং

আজ হলো শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব,
তাই এলো সবার মাঝে আনন্দ উৎসব।
আনন্দেতে ভরে যাক সবার মন,
তার সাথে আরো হোক পূণ্যার্জন।
মহা পূণ্যবতী বিশাখার ইতিহাসে করি এই পূণ্যানুষ্ঠান,
জন্মে জন্মে হয় আমরা মহাবিত্তবান।
প্রতি বছর করে যাবো এই কঠিন চীবর দান,
সকলে মিলে দাও তাই সাধুবাদ।
এসে ওহে মানব জাতিগণ,
পূণ্য সঞ্চার করি এখন।
আর থাকবোনা অন্ধকারে পড়ে,
চলে এসো মানব আলোকিত পথে।
হিংসা, হানা-হানি, লোভ -দ্বেষ-মোহ ত্যাগ করে,
বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে বন্দনা করি দু'হাত জোড় করে।
না যায় যেন কেউ আমরা চারি অপায়,
ভগবান বুদ্ধের কাছে করি এই প্রার্থনা
যা পাপ করেছি বর্জন হোক এবার
দান শীল ভাবনা করে যাব আমরা নির্বান পথে।

পূণ্য হ্যাম

মৈত্রী চাঙ্মা (হীরা)
হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং

আমা ডাঙর পূন্য হ্যাম,
অহ্ল কঠিন চীবর দান ॥
বেগে মিলি উজে এয,
পূণ্য-সঞ্চয় গুরি লহ্ ॥
বিশাখার সান্যে মনান গুরি পাল্ল্যে পবিত্র,
জীংহানিত্তুন ফেলেই দুও নানান রং-বিচিত্র ॥
ধর্ম পদে চুলিনেই বিশাখা হ্ইয়্যে মিগার মাতা,
পূণ্য হ্যাম গুরিনেই ফেলে দুও মিঝে হ্ধা ॥
মৈত্রী চিত্ত নিনেই মনান গুরি পাল্ল্যে এগত্তর,
দুগ হ্যাদে যেনেই তোমার, সুগ এব উত্তরোত্তর
মন চিত্ত ঠিক গুরি গরঅ্ কঠিন চীবর দান,
বেগে সুগে থাদোক ইয়েন, ভান্তে দাগি চান ॥
শেষ হাদাল্ল্যে মর, হিচ্ছু হ্বার নেই,
পূণ্য-সঞ্চয় গুরিনেই নির্বাণ পথান চেই ॥

সাধু-সাধু-সাধু

ধ্যান

ডাঃ পরিতোষ বড়ুয়া

ধ্যানে আনে জয়,
ধ্যানে আনে ক্ষয় ॥
ভাল মন্দ বিচার করি দেখি বিশ্বময়,
ধ্যান করে পশুপাখি, ধ্যান করে মানুষ,
ধ্যান ছাড়া হয়না সিদ্ধি নারী কিংবা পুরুষ ॥
শ্রীকৃষ্ণ মোহাম্মদ যীশু করেছিল ধ্যান,
গৌতম বুদ্ধ ধ্যান করে পেল সঠিক জ্ঞান ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করিয়া ধারণ,
ধ্যানে বসে আপন মনে করে বিচরণ ॥
কাকের চেষ্টা বকের ধ্যান পশুপক্ষী যত,
সীমিত জ্ঞানে ধ্যান করিয়া জীবন করল গত ॥
সুখ দুখ ভাল মন্দ করিয়া বিচার,
ধ্যানে বসে মানব কূল দিতেছে সাঁতার ॥
তৃষ্ণায় দিক বিদিক করে ঘুড়াঘুড়ি,
পূর্ণতায় পড়ে না আসে ঘুড়ে ফিড়ি ॥
তৃষ্ণা দুঃখের কারণ ঘটায় যুদ্ধ,
অধিকার করে গেলেন আলোকিত বুদ্ধ ॥
সাধু-সাধু-সাধু

শুভ কঠিন চীবর দান

জোসিনা দেওয়ান
হামদুমিয়া বিল্ডিং, নিউমুড়িং

১৭ই অক্টোবর আমাদের এ দিনটি অতি শুভক্ষণ,
এলো হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান।
এসো মোরা সবাই মিলে যায় বিহারে,
প্রার্থনা করি কল্যাণমিত্র পায় যেন জন্ম-জন্মান্তরে ॥
শুভ এ কঠিন চীবর দান উপলক্ষে,
শ্রদ্ধাভরা মনে পূজিব, সুগন্ধে ও সুরভে ॥
বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সত্যের জ্ঞানের প্রতীক সকল জীবে পূজারী,
বিশ্ব প্রাণী হিতার্থে, সুখার্থে তব পদে করি এ প্রার্থনা
জয় হোক ১৭ই অক্টোবর নব কঠিন চীবর দানোৎসব ॥
সাধু-সাধু-সাধু

হিল চাদিগাং-০৮ এর প্রকাশনার সাফল্য কামনা করি

আমেরিকান হোমিও হল

এ আর শপিং সেন্টার (২য় তলা),৭০, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

দুরারোগ্য জটিল রোগীসহ নাক, কান, গলা, এজমা, বাত, পক্ষঘাত, গ্যাষ্টিক, আলসার, টিউমার, জন্ডিস, ম্যালেরিয়া, অর্শ, ভগন্দর, শিশু-মহিলা সহ চর্ম ও যৌন রোগের চিকিৎসক।

অধ্যাপক ডাঃ পরিতোষ বড়ুয়া
এম.এ.ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-১১৩৫৪০
E-mail : american_homeo@yahoo.com

সাক্ষাতের সময় ঃ
সকাল ৯টা- দুপুর ১টা
বিকাল ৪টা- রাত ৯টা
শুক্রবার বিকাল ৪টা- ৯টা

বুদ্ধ **ধর্ম** **সংঘ**

সি, ই, পি, জেড এলাকায় " হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারে " প্রথম বারের মত দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান হতে যাচ্ছে এবং এ উপলক্ষে " হিল চাদিগাং-০৮" নামে স্বরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আর্য্য ঐক্য পরিষদ

(একটি ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)

স্থাপিত ঃ ৬ই জুলাই ২০০৭ ইংরেজী

বন্দর, চট্টগ্রাম।

-বিনীত-

সতিশ চাকমা
সম্পাদক, আর্য্য ঐক্য পরিষদ

রিপেন চাকমা
সভাপতি, আর্য্য ঐক্য পরিষদ

নমোঃ ত্রিরত্ন

" হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারে " প্রথম বারের মত দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান হতে যাচ্ছে এবং এ উপলক্ষে " হিল চাদিগাং-০৮" নামে স্মরণিকা প্রকাশের জন্য আমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

মৈত্রী শূট্‌কীর আড়ৎ ও ভ্যারাইটিস্ ষ্টোর

গিনাগাজী রোড, নিউমুড়িং, বন্দর, চট্টগ্রাম।

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

এখানে বিভিন্ন ধরনের শূট্‌কী মাছ ও ষ্টেশনারী, অডিও, ভিডিও, ও চীবরাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ দীপন চাকমা

মোবাইল নং- ০১৮১৩০৫২৪৬৯।

"নমোঃ বুদ্ধায়"

প্রথম বারের মত "হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারে" দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব হচ্ছে জেনে আমরা খুবই আনন্দিত ও অত্র এলাকায় স্থায়ী বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। উক্ত অনুষ্ঠান ও "হিল চাদিগাং-০৮" স্মরণিকার সার্বিক সফলতা কামনা করি।

"এসো সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ গড়ে তুলি"

জুম্ম যুব সমাজ

(একটি ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)

সি,ই,পি,জেড, বন্দর. চট্টগ্রাম।

স্থাপিতঃ- ১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০০৮ ইং।

– বিনীত –

জীবন চাকমা
সম্পাদক

জয় চাকমা
সভাপতি

জুম্ম যুব সমাজ, বন্দর, চট্টগ্রাম।

হিল চাদিগাং-০৮ এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি

প্রিমা ডেন্টাল

১১৫/৬ জে,বি টাওয়ার, (হোটেল জামান এর নীচতলা)
লালদীঘির উত্তর পাড়, চট্টগ্রাম।
এখানে চাইনা পদ্ধতিতে দাঁত, ফরসিলিন ক্যাপ, ব্রীজ ক্যাপ বাঁধানো সহ
আলট্রাসনিক স্কেলার মেশিন দ্বারা দাঁত পরিস্কার ও লাইট কিউর ফিলিং করা হয়।

ডাঃ এস,কে, বড়ুয়া

মোবাইল নং- ০১৮১৯৩৮০৭৪২।

"হিল চাদিগাং-'০৮" স্মরনিকা প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরীক প্রীতি ও শুভেচ্ছা-

মেসার্স ফেয়ার এন্টারপ্রাইজ এন্ড কম্পিউটার অধক

স্বাগতম হাউস, ব্যারিষ্টার সুলতান আহম্মেদ চৌধুরী কলেজ গেইট, বন্দর, চট্টগ্রাম।
এখানে বৌদ্ধ ধর্মীয় সিডি সহ সকল প্রকার গান, নাটক ও ফিল্মের সিডি পাওয়া যায়।

অন্যান্য সেবা সমূহঃ-

- ⁕ কম্পিউটার ট্রেনিং
- ⁕ কম্পিউটার সার্ভিসিং
- ⁕ কম্পিউটার কম্পোজ
- ⁕ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
- ⁕ সিডি রেকর্ডিং
- ⁕ মোবাইল সার্ভিসিং
- ⁕ মেমোরি কার্ড লোডিং এন্ড আনলোডিং
- ⁕ প্রি-পেইড কার্ড
- ⁕ প্রি-পেইড রিচার্জ
- ⁕ পোষ্ট পেইড বিল পেমেন্ট

অনুস্মৃতি চাকমা
পরিচালক

মেসার্স ফেয়ার এন্টার প্রাইজ এন্ড কম্পিউটার অধক
মোবাইল নং- ০১৯১২৫৭০০৭৪।

হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার
HILL CHADIGANG BOUDDHA VIHAR
বন্দর, চট্টগ্রাম।

বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য ভূমি ক্রয়ের নিমিত্তে সর্বস্তরের বৌদ্ধ জনসাধারণের প্রতি মৈত্রীময় আহ্বান

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাগণ,

আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৮ইংরেজী "হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহার" প্রতিস্থাপিত হয়। এই পূণ্যময় প্রতিষ্ঠান বাস্তবে রূপদান করলে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হবে। শুধু তা নয় সমগ্র পার্বত্যবাসীর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হবে। তদূপরী এতদঞ্চলের বৌদ্ধ জনসাধারণ ধর্মীয় ভাবাদর্শ লাভের মহাসুযোগ লাভ করবে। নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সভ্যতার পীঠ ভূমি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেওয়ার গৌরব অর্জন হবে। বর্তমানে অর্থনৈতিক দুর্মূল্যের বাজারে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এগিয়ে না আসলে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ গড়ে তোলা কঠিন হবে। তাই সমগ্র বৌদ্ধ জনতাকে এ জাতীয় পবিত্র কল্যাণমূখী পদক্ষেপকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ,

আপনারা সম্রাট অশোকের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে বুদ্ধকে বালু দান করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, এই বালক একদিন সম্রাট অশোক হয়ে জন্ম গ্রহন করে সসাগরা পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হবেন। বাস্তবে ২১৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই ভারতবর্ষে একছত্র অধিপতি হয়ে জন্মগ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মের বহু হিত সাধন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আপনিও অন্ততঃ এক বর্গফুট ভূমি দান করে অশেষ পুণ্য অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেকে সুখ সমৃদ্ধির অধিকারী করুন।

বিনীত–

শ্রীমৎ নন্দপ্রিয় ভিক্ষু
সভাপতি

শ্রীমৎ সাধনা জ্যোতি ভিক্ষু
সাধারণ সম্পাদক

হিল চাদিগাং বুডিষ্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

বিঃ দ্রঃ **এক বর্গফুট ভূমির দাম ২৪০০/- (দুই হাজার চারশত টাকা)**
দুইবর্গফুট ভূমির দাম ৪৮০০/- (চার হাজার আটশত টাকা)
এক গণ্ডা ভূমির দাম ২০,০০০০০/- (বিশ লক্ষ টাকা)

শ্রদ্ধাদান পাঠানোর ঠিকানা ঃ

অগ্রণী ব্যাংক, ষ্টীল মিলস্ শাখা, চট্টগ্রাম, সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৭৬৪৫।

নব প্রতিষ্ঠিত হিল চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারে প্রথম বারের মত দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান উপলক্ষে- "আমাদের অভিন্দন"

ঐক্য সঞ্চয়ী সেবা

হিলঅ পহ্‌র মাল্টিপারপাস কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

HILLHA PAHAR MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত একটি আর্থ সামাজিক, সেবামূলক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান)

রেজি নং- ৯২৪০/০৭

প্রধান কার্য্যালয় ঃ

জামাল বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, ২নং মাইলের মাথা

ডাকঘর ঃ সি,ই,পি,জেড। থানা/ উপজেলা ঃ বন্দর/ ডবলমুরিং। জেলা ঃ চট্টগ্রাম।

প্রকল্প সমূহ ঃ

১.মাসিক সঞ্চয় জমা (MSP)

২. মাসিক ডিপোজিট পেনসন স্কীম (MDPS)

৩. এককালীন মেয়াদী আমানত ।

৪. দ্বিগুন মেয়াদী আমানত ।

(এই প্রকল্পের আওতায় ছয় বছর পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিগুন প্রদান করা হয়।
মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ভাঙ্গানো হলে সঞ্চয়ী মোতাবেক ১০% হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।)

স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়-
ঋণের খাত সমূহ ঃ

সাধারণ ঋণ, কর্মসূচী ঋণ, গৃহ ঋণ, এন্টার প্রাইজ ঋণ (প্রগতি)।

হিসাব খুললে আপনিও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন।
সদস্য হোন, সেবা নিন, আজকের সঞ্চয় আগামী দিনের সমৃদ্ধি।

বিনীত–

হিলঅ পহ্‌র মাল্টিপারপাস কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

মোবাইল নং- ০১৮১৮২৮৩৮৭৭, ০১৮১৪৯৪৫৩৭৭, ০১৮১৪৩৩৮৮৯৮

ই-মেইল- **hilla_pahar@yahoo.com.**